ধূসর সংহিতা

ধূসর সংহিতা

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণতি

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

কলকাতা - ৭০০০৪৫

DHUSAR SANHITA

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী, ২০১১

গ্রন্থসত্ত্ব

রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক

সৌম্য গঙ্গোপাধ্যায়

ব্লক পি ওয়ান এইচ

শেরউড এস্টেট

১৬৯ এন এস বোস রোড

কলকাতা - ৭০০১০৩

পরিবেশক

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

১৭০/৪৩ লেক গার্ডেন্স

কলকাতা - ৭০০০৪৫

মুদ্রক

অমিত ব্যানার্জী

টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ ঃ ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯

Website : http://www.rabigangopadhyay.com

মূল্য

একশ টাকা

উৎসর্গ

ডা. অনিন্দ্য রায়

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- কোঠার ভিতর চোরকুঠুরি
- মাটির কুলুঙ্গি থেকে
- আগুন ও জলের পিপাসা
- জল থেকে জলে
- যে যায়, যে থাকে
- স্মৃতি বিস্মৃতি
- ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধুলো থেকে বালি থেকে
- লঘু মুহূর্ত
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- অন্তিম সামঞ্জস্য
- রুদ্রাক্ষে বিধৃত
- জল থেকে জলে
- যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
- ঘোড়া ও পিতল মূর্তি
- হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

বন্ধুকে, যে আর বন্ধু নেই

আমাকে যদি বন্ধু করো তাহলে আমি দেবো
তোমাকে এই বর্ষাচিঠি শরৎচিঠি শীত—
বকুলরাত সেগুনদিন গন্ধরাজবেলা
কবিতামেঘ কবিতাছায়া কবিতানীল আকাশ
আমাকে যদি বন্ধু করো তোমাকে নিয়ে যাবো
শিশিরভোরে ভিজিয়ে সেই নদীতে, সব কবির
যে নদী আছে গোপন, নেই ভূগোল ইতিহাসে
দেখাবো জলে রয়েছো তুমি আমি তো ভাঙা পাড়
রয়েছি ঢেকে পাঁজর নিয়ে তোমার কাশহাসি
তোমার সোনা ছড়ানো মাটি আকাশ পরিধিতে
তোমার স্নান যমুনাতীরে একাকী একসাথে
আমাকে যদি বন্ধু করো বানাবো সেই সাঁকো
অনাদিকাল কদমফুলে অগ্নিরেণু মাখা
উপুড় কোজাগরের দিকে এগোবে পায়ে পায়ে
রূপকথার নায়িকা তুমি পরিত্রাণময়ী
জড়োয়া সহ কাজল সহ পরাগ সম্ভবা—
আমাকে যদি বন্ধু করো পৃথিবী খুলে দেবে
আকাশলোকে মৃত্তিকায় গান্ধারের রীতি
তমস্বিনী তোরণ সেই যাদুর কাঠি দিয়ে
উড়িয়ে দেবে অনুশাসন অশান্ত এক হাওয়া
কখনো দেখো আমাদের বয়স ফুরোবে না
অসাবধানী রাত্রিচর রাঢ়ের পট শ্যামা
তন্বী দেখো কখনো তুমি অনঙ্গের কাছে
নেবেনা কিছু তবুও শ্রোণী ভারাদলসমনা
দু'হাতে করে পথের শুরু পথের শেষ দেবে
অর্ধনারীশ্বর যেখানে সৃজন উন্মাদ
আমাকে যদি বন্ধু করো বন্ধু হও যদি
ভুলেই যাব দুজনে এই পৌরাণিক দেহ
ভুলেই যাবো ঠিকানা ছিল কোথায় একদিন
ভুলেই যাবো দুজনে নাম কী যেন নাম ছিল
কী যেন কথা ছাড়ায় ব্রতে তমালে নীপ শাখে
অন্তহীন রহস্যের রক্তরাগ মেঘে

কী যেন কথা বলার ছিল কালিন্দীর জলে
আমাকে যদি বন্ধু করো বন্ধু হও যদি
পাগল হবো উড়িয়ে সব উত্তরীয় সখি
ছড়িয়ে দেবো মাটিতে সব রোমাঞ্চিত ঘাস
জড়িয়ে নেবো গাছের পাতা জলের দাম গায়ে
ধুলোর জামা বালির শাড়ি মাটির পাড় গায়ে
জলের শাঁখা হাওয়ার চুড়ি মেঘের কুঙ্কুম
রোদের চটি ঘাসের চটি গলিয়ে নেবো পায়ে
হেঁটে যাবো হেঁটেই যাবো হেঁটেই যাবো যদি
আমাকে এক একলা ভীতু কবিকে একদিন
একটি দিন—শোনাও সেই না বলা কথা দুটি
যে কোন কবি পাগল হয় যে কথা বলে যেতে
যে কোন কবি মাতাল হয় যে কথা বলে যেতে
যে কোন কবি দগ্ধ হয় যে কথা বলে যেতে
যে কোন কবি নিঃস্ব হয় যে কথা বলে যেতে
সে কথা আমি শোনাবো সেই নদীতে কানে কানে
আভাসে, কোনো ভাষা যে নেই, কলঙ্কের শ্লোকে
ঘামের জলে অন্ধকার গলুইয়ে দেখো সখি
আমাকে যদি বন্ধু করো বন্ধু করো বন্ধু শুধু করো
একটিবার—কখনো কিছু নাই বা চিরকালীন
হলো, ক্ষণকালীন তোমার সঙ্গসুধা দেখো
নিত্যকালে রাখবো ধরে বদ্ধমূল ক'রে
শব্দে গেঁথে সূত্রে গেঁথে শব্দাতীত ক'রে
স্তব্ধ ক'রে - যে ভাষা আজও হয়নি ব্যবহৃত
জীর্ণ নয় উচ্ছিষ্ট নয় সে ভাষা দিয়ে ঠোঁটে
নেবো না কৌমার্য ভ্রমর কৌটো রূপকথায়
অর্বাচীন তোমাকে আমি অর্বাচীন কবি
শুচিতা দেবো পবিত্রতা বৃষ্টি কোজাগর
তোমার সব থাকুক শুধু বন্ধু হও তুমি
তোমার তাতে হবে না ক্ষয় হবে না কোন ক্ষতি
বিন্দু দিলে সিন্ধু হয় প্রবাদে আছে জানো
একথা জানে অমরাবতী মাটির পৃথিবী ও
একথা জানে ছড়ায় আঁকা তমাল শাখাটিও
দুঃখ জাগানিয়া হাওয়া চতুর নীল হাওয়া

ঘূর্ণী জল মুহূর্তের অন্তহীন ফাঁকি
ফিরিয়ে তুমি দিওনা আজ প্রলয় পয়োধিতে
বটের পাতা কোথায় বলো শ্লোকোত্তরা সখি
এ হাত ধ'রে পৃথিবী ভরো ধন্য করো দেহ
তোমার নাম গাঁথবে সেই পুণ্যশ্লোকমালা
মানুষ জানে কৃতজ্ঞতা মানুষ জানে স্মৃতি
জাগাতে তার বেদিতে তার সংঘে যমুনাতে
ব্যক্তিগত বিগ্রহের ব্যষ্টিগত শিরা
মানুষ জানে ফোটাতে তার পাথরে চিরকাল
তোমার ভয় মানায় না যে তোমার সংকোচ
তোমার দ্বিধা জানায় না যে পরাঙ্মুখ তুমি
তোমার চোখ বোঝায় তুমি ব্যথিত, নও বলো
কলঙ্কের স্বর্ণরেখা এঁকেছে চিরকাল
তোমাকে কার মন্ত্র ক'রে প্রাতঃস্মরণীয়
অনুশাসন পর্ব থেকে তোমাকে খুঁজে ফিরে
মানুষ যায় অসামাজিক অপরিণাম বনে
ধর্ম যায় পিছনে চেয়ে দেখেনা ফিরে বাউল
অতীত যায় ভবিষ্যতও অভাবনীয় পথে
কেবল বাজে স্মরগরল কেবল বাজে বাঁশি
কেবল ঝরে বৃষ্টি দূর কদম্বের বনে
আমাকে বন্ধুত্ব দিলে তোমাকে নিয়ে যাবো
জলের ঢল আকাশ পার জন্ম ও মৃত্যুর
তামাশা ভাঙা দিগন্তের পর্যাকুল লোকে
সভ্যতার ভস্মময় পাতার নির্জনে
ধ্রুপদে গাঁথা রোমাঞ্চের ভৈঁরোময় জলে
উন্মোচিত মুখশ্রীর অপরাজেয় তটে
রূপকলোক প্রতীকলোক সাংকেতিক লোকে
তোমাকে দেবো যৌবনের যন্ত্রণার নদী
আমাকে তুমি বন্ধু করো বন্ধু করো সখি
দু'হাতে ভরো দু'হাতে ধরো দু'হাতে ঝরো সখি
সোনার ধান সোনার ধান সোনার ধান সখি
আমার এই নিরুদ্ভিদ রুক্ষ কাঁটাজমি
রক্তমুখী শস্যহীন পাথুরে প্রান্তরে
বৃষ্টি হও বৃষ্টি হও বৃষ্টি হও তুমি

পৌত্তলিক অন্ধকার ব্যাকুল প্রান্তরে
কিংবদন্তী স্বপ্ন হও চোখের জল জমি
আশ্বাসে বিশ্বাসে করো সরস জরোজরো
সুন্দরের নিষ্করুণ পুণ্যশ্লোক দিন
সত্য হোক স্বচ্ছ দেশ মানবী কল্যাণী
পুণ্য হোক দিনের তাপ রাঢ়ের ভুল আজ
অতীতনীল অন্ধকার পাপের অভ্যাসে
ধ্বংস হোক নষ্ট দিন পৈশাচিক রাত
দু'চোখে তুমি ফুটিয়ে তোলো সূর্য প্রতিভাতে
অমল সেই আলো, আমার বন্ধু হও আজ
গরিব কবি তোমার কাছে পেতেছে দেখ হাত
শূন্য এই অবেলা কাঁপা আকাশও নিচু হয়ে
মিনতি করে কবিকে দিতে তোমার ভালবাসা
অনেক আছে তোমার জানি অঢেল শুধু দাও
সামান্য এই দু'হাতে—দিলে দ্বিগুণ হবে আরো
দ্বিগুণ হবে সহস্রগুণ সহস্রগুণ সখি
পিপাসামুখে একটিবার ব্যাকুল হয়ে ঝরো
শরীর নেই তবুও দেখ পিপাসা আছে দেখ
কীভাবে তার সর্বপাপী শিকড় নেমে যায়
মৃত্তিকার উর্ধ্বে ওঠে আকাশলোক ছুঁতে
ব্যথিত শিরা রক্তস্ফীত অলৌকিক ঝুরি
শূন্যে ধায় কারণময় অতল উৎসার
হে সখি, সেই পিপাসামুখে একটিবার ঝরো
পৃথিবী দেখ কীভাবে ভরে সজল ফুলে ফলে
প্রাচুর্যের প্রহর ভরে বিশ্বাসের মায়া
সচুম্বন পূর্ণিমার প্রণত কোজাগরী
পৌরাণিক শ্লোকোত্তর অলীক আশ্লেষে
প্রাকৃতজনে বোঝাতে ফেলে একটি দুটি পালক
জলের ভাঙা টুকরো হাওয়ার টুকরো পৃথিবীতে
আমরা যাবো মুহূর্তের আপেক্ষিক সীমা
আমরা যাবো অস্মিতার প্রসন্ন কৌতুকে
বিরোধাভাসে অধীর স্থির ঈশ্বরের কাছে
আমাকে বন্ধুত্ব দিলে তোমাকে খুঁজে দেবো
সমূহ পথ দিগ্বিদিক সর্বনাশ ধারা

অলঙ্ঘ্য নীল নিরঞ্জন নিসর্গের মুখে
দাঁড়াতে হাতে অমোঘ এই আমার শিরদাঁড়া
বোঝাতে পাবো শূন্যতার আত্ম বঞ্চনা
যেমন পায় সবাই এই শতাব্দীর স্রোতে
নব্যতার জটিল এক পুরাণ প্রতারণা
যেমন পায় ছিন্নমূল নির্বোধের ভাষা
তরঙ্গের নামে ও তার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
শোনাতে পাবো প্রতীচ্যের শিল্প থেকে নামা
অন্ধকার গানের অবলোকিত বিড়ম্বনা
অমৃতা শের গিলের ছবি দেখাতে পাবো যদি
বন্ধু করো আমাকে আজ নিছকই ভালবেসে
বিশ্বাসে বা অবিশ্বাসে হিরণ্ময়ী মনে
এর তো কোনো ব্যাখ্যা নেই ব্যাজস্তুতি নেই
কেন যে এই উচ্চারণ তাও কি ঠিক জানি
চিত্ত স্থির বিক্ষেপের কারণ নেই কোনো
বৃত্তি স্থির অচঞ্চল সে কথা বোঝে মন
হৃদয় ধায় হাত বাড়ায় বন্ধুদের কাছে
মৃত কি ফেরে মৃত কি দেয় অগ্নিকণা বলো
ওরা তো হিম পাংশু নীল নিরুৎসুক আজ
কোথায় সেই বিশ্বাসের বিপুল অঞ্জলি
কোথায় সেই গৈরিকের ভূমণ্ডল গ্রাস
প্রার্থনার প্রেমিক সেই নিষ্কাশিত অসি
দুরূহ সেই চুম্বনের চূড়ান্ত কম্পন
কোথায় কেউ কোথায় কেউ একলা বড় সখি
তোমার বন্ধুত্ব আজ ভীষণ প্রয়োজন
আমি যে ঠিক ভিক্ষু নই শ্রমণ নই তাই
এ মহাযানী ক্ষমতাবলে শূন্যতার নামে
কেবলই হাসে অসমাহিত স্কন্ধাতীত জ্ঞানে
গ্রন্থকীট পতঙ্গের পাণ্ডুলিপি শ্লোক
বিলাস সব বিলাস সখি, হনন নিজেকেই
ক্লান্তিকর আবর্তের অন্ধকারে ফেরা
আবার যাওয়া দু'হাত তুলে সমর্পণ ভেবে
আবার নামা পাতালে সেই প্রত্নপ্রবণতায়
বাণিজ্যিক নন্দনের চতুর কুশীলব

মুণ্ডহীন চামড়াহীন হাত পা হীন সব
ক্রুদ্ধ যাই ক্ষুব্ধ যাই মুগ্ধ যাই নেমে
বন্ধুহীন শত্রুহীন সত্তাহীন আজ
উপেক্ষায় উপেক্ষায় উপেক্ষায় দেখ
প্রতিষ্ঠানে অবিশ্বাস সংঘে সন্দেহ
পৌত্তলিক যন্ত্রণায় দীক্ষা নিতে যাই
বৈভাষিক চৈত্যে—সখি আমাকে বাঁচাবে না?
তোমাকে যদি বন্ধু পাই উদ্ভাসিত হই
তোমাকে যদি বন্ধু পাই ব্যাকুল জ্ব'লে উঠে
আত্মাহুতি দেবার আগে নিবিড়ভাবে বলি
দুপুরে এই রাঢ়ের গূঢ় রোদ্দুরের কাছে
আমার এই মুক্তি এই আমার নির্বাণ
তোমাকে যদি বন্ধু পাই এখনো অনাহত
বৃষ্টি দিয়ে পৃথিবী ধুই মুছিয়ে দিই হাতে
কবি কী পারে না পারে লোক দেখুক চোখ তুলে
নিরক্ষর রাখাল সেও ভুলুক তার কাজ
মজুর যাক শ্রমিক যাক গ্রামের কূলবধূ
কবিতাগত দিগন্তের ডানায় হাত রেখে
আমি যে ঠিক বাউল নই বিবাগী পথসার
তবুও বাজে পায়ে ও পথে নূপুর মৃত্যুর
শরীর ছুঁয়ে ছেনে যে যায় সে উন্মাদ হাওয়া
প্রবৃত্তি ও প্রবণতার মধ্যে অবিশ্বাসী
পৃথিবীতল ছলাৎছল সহজ, অক্লেশে
তবুও গায় 'মনের মানুষ কোথায়' গানখানি
উর্ধ্ববাহু নৃত্যনশীল ধুলিজটিল ধাই
কোথায় তুমি কোথায় তুমি কোথায় বলো সখি
এমন টানো প্রবল সে যে ভাসায় গঙ্গায়
আমার পাপ পুণ্য আমার ধর্ম অধর্ম যে
ইহ ও পর সমস্ত কাল—চলেছে সারি সারি
আমি কি পারি দাঁড়াতে ভেসে যায় যে শ্রেয় প্রেয়
যায় রে প্রেম অপ্রেমের অলীক ফুলমালা
শুনেছি আছে মণিদ্বীপ তুমি কি সেইখানে
অর্ধনারীশ্বর হয়েছো—কে বলো ঈশ্বর
আমি যে আর কোথাও একা ফিরতে পারছি না

সহজ এতো জটিল আমি বুঝতে পারছি না
অন্ধ এতো দেখতে পায় এমন বেশি পায়
কোথাও কেন রাখোনি প্রথানুগ সে সীমারেখা
মানবী হও দৃশ্যগোচর মানবী হও থাকো
আমি তোমার সঙ্গসুধা পিপাসা সম্বল
অদীক্ষিত এ পথসার শরণাগত শুধু
তোমার দিকে তাকাই জলে ওমুখ ভাসে না
বন্ধু, আমার ওপর ফেলো দৃষ্টি কিরণ রেখা
বন্ধু, আমার ওপর রাখো দৃষ্টি সুধা আলো
বন্ধু, আমার ওপর থাকুক স্পর্শরেখা টুকু
ধরো আমার এ হাত আমার কীনাঙ্কিত বাহু
আমি যে আর এ অন্ধকার সইতে পারি না
তুমি দেখাও তুমি শেখাও স্পর্শাতীত ভাষা
আমি যে আর তোমার কথা লিখতে পারি না
তুমি লেখাও তুমি লেখাও তুমি লেখাও সখি
ভাঙো আমার স্পর্ধা আমার পণ্ডিতম্মন্যতা
ভাঙো আমার বুদ্ধিবাদী বিচারবাদী গুহা
ভাঙো আমার অহংকারের নীরেট কঠিন দেওয়াল
ভাঙো আমার অভিমানের বদ্ধমূল পামীর
আমাকে তুমি বন্ধু করো নিজের হাতে গড়ো
তোমার মায়াআকাশ ছায় তোমার দয়া পাতাল
তোমার স্নেহ মৃত্তিকায় তোমার দান জলে
তোমার খিদে সত্তা ছায় তোমার ছায়া ঢাকে
তোমার ভুল ভ্রান্তি সব অযৌক্তিক, লোকে
পাগল হয়, পশমহীন কাপাসহীন দেহ
অনঙ্গের অন্ধকার ভাসায় নিরবধি
জন্ম যায় জীবন যায় স্থবির বিন্দুতে
পাগল হয় আমার মতো এক আধজন কবি
আমি কি কিছু জেনেছি তবে? কিছু না কিছু না তো
তাহলে লোক লোকান্তর এভাবে কেন ডাকে
গোপনে রাখা তোমার নাম ছড়িয়ে যায় কেন
স্তব্ধ নীল আকাশে তবে কিসের স্পন্দন
আলোক লিপি কী কথা লেখে সুষুপ্তির রাতে
অমৃতকরস্পর্শ কার শিয়রে শুশ্রুষায়

আমার সব আচার যায় বিচার যায় ভেসে
শুচিতা যায় অশুচিতা ও পরিধিসীমা ভেঙে
শূন্য এতো পূর্ণ ভার সওয়া যে বড়ো দায়
ক্ষুদ্র সুখ ক্ষুদ্র দুখ আক্ষেপের জ্বালা
আবৃত হয় কেন যে কার মাধুর্যের জলে
বুঝি না আজ বুঝি না আজ বুঝতে পারি না
আমাকে তুমি বন্ধু করো বন্ধু হও তুমি
জানি যে আমি একলা নই শরীরে না মনে
নিখিল প্রাণে আমার প্রাণ রয়েছে ওতপ্রোত
আমার বাঁচা আমার মরা আমার আনন্দ
আমার আঘাত আমার জয় সকল তরঙ্গ
সকল ভয় মহদভয় উদ্যত বজ্রের
দেশের সীমাকালের সীমা সবার পরিমাণ
অব্যত্যয় ভয়ের ভয় ভীষণতর ভীষণ
দেখাও আমার জন্মহীন মৃত্যুহীন রূপ
আমার কোন সাধ্য নেই অসাধ্য নেই কিছু
আমার রূঢ় রুক্ষ ছোট ধারণা নির্মিত
জগৎ দেখে হাসো আমার সত্যটুকু দেখে
বিকার দেখে হাসো আমার সাহস দেখে হাসো
লজ্জা কি আর, তুমি আমার বন্ধু, আমার লোভ
তোমার কাছে লুকোই এমন সাধ্য কি ইচ্ছেও
নেই যে আমার এই তো হওয়া আমার হয়ে ওঠা
এই তো আমার প্রকাশ সকল গ্রহণে বর্জনে
এই তো আমার অব্যাহত আনন্দময় মোচন
এই তো উদ্ভিন্ন সুধা গন্ধব্যাকুল জীবন
তুমি আমার বন্ধু আমার বন্ধু যে জানলাম
তুমি আমার বন্ধু আমার এই তো ঘনীভূত
প্রার্থিত পর্যাপ্ত পুরাণলাঞ্ছিত পূর্ণিমা
উচ্ছ্বসিত কান্না আমার অনির্বচনীয়
বিষাদ বিপুল হাহাকারের লাবণ্য রসধারা
রূপে রসে গন্ধে নিবিড় শব্দে তোমার ছোঁয়া
এই তো তোমার স্পর্শ সখি সমর্থাসম্ভবা
ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতোর্বরণ্যে ধী মহি
করুণ কোমল নম্র নত বেদনা মন্থর

এই তো তোমার স্পর্শ সখি আমার লাঞ্ছনা
আর কি বলি আমাকে তুমি বন্ধু করো আর
আমার কোন দুঃখ নেই কষ্ট নেই সখি
আনন্দের উচ্ছ্বাসে তরঙ্গও নেই
বন্ধু হও না হও তাতে বেদনা বোধও নেই
অনিঃশেষ মাধুর্যের বেদনা মর্মরে
স্তব্ধতার মুগ্ধ মুখ আকাশ দিনরাত
অহেতুক সুন্দরের উন্মোচন করে
হৃদয় কাঁপে অবশ হয় শিরা ও উপশিরা
স্পষ্ট নয়, জলের মতো, কী যেন থরো থরো
সিক্ত করে রিক্ত করে প্রহত প্রতিহত
অননুভূত সংবেদনে বাজায় সংকেতে
বুকের সব সোনার তার গভীর সুপ্তির
ধুরন্ধর বুদ্ধুজীবী কোথায় কল্যাণী
দেখ আমার দুচোখ নীল স্তব্ধ অনিমেষ
দেখ আমার নিষ্ক্রমণ আমার মার্জনা
দেখ আমার সসম্ভ্রম সমাপ্তির শুরু .....

বস্তুত এও তামস কবিতা

এই যে এলেনা ফুটে ঝ'রে গেল শাদা বকুল
পথে পথে উড়ে পুড়ে গেল পাতা অরণ্যের
কেঁদে কেঁদে কালো যমুনা রেখেছে জলের দাগ
এ আমার কোনো নিজের গল্প কাহিনী নয়

এই যে তোমার পাষাণে গড়ালো বেদনা নীল
হারালো মুঠোর ক'টি ছোটো ছোটো সোনার ধান
গোধূলি নেভালো আলোটুকু ওই দিনান্তের
এ তোমার ও কোনো নিজের কিংবদন্তী নয়

এ সবই তন্বী শিখরদশনা নায়িকাদের
সাহসী কবিরা হাত পেতে নেন অনঙ্গের
প্রাচীন এবং অর্বাচীনের একটি শর
থরো থরো রূপ অরূপকথার ছায়াপ্রহর

সমর্পণের ভাষা ছাড়া কোনো জ্ঞানই নেই
শরণাগতির ভাষা ছাড়া কোনো ধ্যানই নেই
বিশ্বাসপ্রবণতা ছাড়া কোনো সমিধ কই
আমাকে তবুও করবে না তবু উপনীত?

দেখ অপরাধবোধে নতমুখ তোমার পথ
যেন ভর্ৎসনা - কাতর নিখিল কম্পমান
যেন অভিষ্ণু আলোতে স্বপ্ন প্রত্যাশা
দেখেছি দেখেছি ঃ কাঁপে মানুষেরই ওষ্ঠপুট

জেনেছি জেনেছি ঃ ব্যথিত ব্যক্ত সে স্বরাঘাত
মাটি থেকে উঠে ধাবমান আজও চিরে আকাশ
একটি বিপুল ব্যাপক পদ্মে পাপড়িময়
অবোধিচর্যাবতার ও আঘাতে স্পর্শাতুর

তখনি ছিঁড়েছে প্রবলপ্রহরা আনুমানিক
উজানে বয়েছে তখনি অজয় জয়দেবের
স্মরগরলের মাধুরী দিয়েছে পদ্মা তাঁর
আর কি? এলে বা এলে না ঝরুক শাদা বকুল

পথে পথে উড়ে পুড়ে যাক পাতা অরণ্যের
সমদর্শীরা সাক্ষী থাকুক সূর্যোদয়
জলে ধুয়ে দিক ভুলের হৃদয়ে জলের দাগ
শূন্যে ফুটুক বিপুল ব্যাপক পদ্ম নীল

বস্তুত এও তামস কবিতা, কৃষ্ণদাস।

ঝাঁটিপাহাড়ী ১৯৮১ - ২০০৬

ঢালু পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে যেন
এইখানে থেমে গেছে। সবুজ হলুদ নীল ধূসর অসাড়।
গেঁথে গেছে পাথরের ঝোলা খাঁজে। সেগুন শিরীষ
জড়িয়ে ধরেছে স্নেহ মাঝে মাঝে। জ্বলন্ত খোয়াই
শরীরে শিহর তুলে তাল খেজুরের উপজাতি।
নিথর নির্বন্ধ নীল শেকড়ে শেকড়ে ডানা ভয়
আত্মঘাতকামী গল্প অচেনা স্বপ্নের মতো অপ্রতিভ বেদনার

মতো

দেবদারু করিডোর আত্মগোপনের মতো ছায়াচ্ছন্ন সিঁড়ি
চোখের আকাশ ভেঙে দুপুরের নূপুরের সোনার সরোদ
পিপাসার জল অন্ন খিদের হে তথাগত
সংকলিত স্তোম
আমার শরীরে সেই পর্যাকুল প্রাচীন শরীরে
তমস্বান ঃ আমি কিছু নেবো না তোমার ... আমি কিছু ..

কোথায় যাবার কথা ছিল। যেন যেতে যেতে ঘুমন্ত স্টেশনে
কবে আমি নেমে গেছি। ট্রেন চলে গেছে। সব নিঃশব্দ। এখন
সব থেমে থাকা ছবি ডাকবাংলো টিলার ওপারে ঘন বন
অদূরে নদীর শব্দ অদূরে নদীর শব্দ অদূরে নদীর শব্দ—
অব্যক্ত জীবন
বয়ে চলে সাংকেতিক পৃথিবীর পুরনো নিয়মে
ঝ'রে যায়
আচ্ছন্ন আয়ত ফুল রাধাচূড়া অন্ধকার জলস্রোত ছুঁয়ে—
কিছুই কি ঝ'রে যায়? ভেসে যায়? যতই ভাঙুক আয়ুরেখা
ঝরুক দেবদারু পাতা ঢেকে দিক অন্ধকার জলমণ্ডলের
সব সিঁড়ি
শাদা চকখড়ির গুঁড়ো ভরুক যতই এই মুখমণ্ডলের
সজলতা
ছায়ার পিছনে ছায়া নামুক নিঃশব্দে তবু ন হন্যতে সব
আমার সত্তায়, আমি সব স্মৃতি বিস্মৃতি সর্বস্ব চিরকাল
মন্থনের সব বিষ ধারণ করেই আমি জেগে আছি
তুলে দিতে তোমাকে অমৃত।

সমস্ত জীবন ছায়াযাদুঘর ঝাপসা ম্লান বিষণ্ণ বিজন
দু'হাতে অক্লান্ত মুছে পারেনি কিছুই তুলতে বধূসরা নদী
বয়স পারেনি প্রিয়প্রতিশ্রুতিদগ্ধনীল কলেবরে

গেঁথে গেছে পাখিদের ঝোলা খাঁজে। সেগুন শিরীষ
জড়িয়ে ধরেছে স্নেহ মাঝে মাঝে। জ্বলন্ত খোয়াই
শরীরে শিহর তুলে তাল খেজুরের উপজাতি।
নিথর নির্বন্ধ নীল শেকড়ে শেকড়ে ডানা ভয়
আত্মঘাতকামী গল্প অচেনা স্বপ্নের মতো অপ্রতিভ বেদনার
মতো

ক্ষয়ে ও ক্ষতিতে
ঢেকে দিতে পথরেখা একটি শাদা পথরেখা বৃষ্টিরেখা ধ'রে
আমার সত্তায় তার স্পর্শাতীত ছোঁয়া
তার স্পর্শাতীত ছোঁয়া
নেমে আসছে কুয়াশায় স্তব্ধছায়া সিঁড়িতে নিমগ্ন ক্লাশঘরে

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে

শরৎকুমার, আমি আপনার অনুরক্ত পাঠক
কোন সেই ছেলেবেলা থেকে কবিতা পড়ছি আপনার
কতো দিনরাত সংক্রমিত হয়েছি।
কিন্তু সে সব কথা থাক।
উনিশে জানুয়ারী একানব্বই এর 'দেশ'
এই দূর মফস্বলে
অফসেটের বর্ণমালায় পৌঁছে দিল আপনার
আশ্চর্য ব্যথিত কণ্ঠস্বর।
আমার মনে পড়ল, আমার একটি কবিতার প'ড়ে
বিশ্বাস-মুগ্ধ একটি চিঠি লিখেছিলেন আপনি
অথচ আমার ঠিকানা জানতেন না।
সে কথাও অবান্তর।
শুধু উল্লেখ্য এই কারণে যে
এক গভীর বিশ্বাসকে অভিনন্দিত করেছিলেন
আজও তার স্পষ্ট দ্যুতিময় উচ্চারণে আমি আবিষ্ট।
আমি যে বিশ্বাসপ্রবণ স্রোতে
ভেসে যাওয়া মানুষ।
ভেসে যেতে যেতে দেখেছি
বিংশ শতকের দীর্ঘ মলমাস
তার বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে
ধুলোবালি ছাইয়ের ভেতর
প্রোজ্জ্বল প্রেম
ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ভেতর
ধূসর মলিন অথচ বিস্তারধর্মী
ভালবাসা
শ্রদ্ধার বিশ্বাসের স্থিরতার ধ্রুবত্বের

এক আপাত অপসৃয়মান

সমুজ্জ্বল উদ্ভাস

আপনি জানেন না
এক উদভ্রান্ত প্রমত্ত কবিকে যৌবনের প্ররোচনা নয়
প্রেমের স্পর্শাতীত অনুভূতিতে ভ'রে দিয়েছিল
আপনার কবিতা

আপনি জানেন না
এক ভেঙে চুরে যাওয়া ধ্বংসের দিকে একাগ্র যুবককে
মানুষের প্রতি বিশ্বাসের দিকে ফিরিয়ে এনেছিল
আপনারই কবিতা

আপনার একটি চিঠি
এক মফস্বলের নির্জন নির্বান্ধব কবিকে
অভিনন্দিত করেছিল, শরৎকুমার
তাই আপনার 'যদি থাকে প্রেম' তাকে
এই চিঠি লিখতে উদ্বুদ্ধ করল।
উত্তরাধিকার।
আমার অন্তরের শুধু ভালবাসা শুধু ভালবাসা আপনাকে।

জেনে শুনে

কী কবিতা আর কী কবিতা নয় বোঝাতে
কতদূর আর যেতে পারা যায় বিপাকে?
তাত্ত্বিকভাবে কঠিনে এবং সোজাতে
যে ভাবেই বলো, ভালবাসা ছাড়া কী থাকে?

তাহলেই চাই বিশ্বপ্রেমিক সংঘ
এবং পেছনে শরণাগতির ভক্তি
এবং ধর্ম বুদ্ধি অমিত অঙ্গ।
আর তাতে যদি কারো থাকে অনাসক্তি?

আপাতত তার দুরূহতা পাবে দণ্ড
মায়াবী প্রহরী হাসে শিক্ষিত জহ্লাদ
ছয় গোস্বামী লেখে আরো ক'টি খণ্ড
কোথাও দেখিনা কী যে ছিল তার অপরাধ।

কোথাও দেখিনা জবাকুসুমের আড়ালে
প্রপিতামহের প্রিয় পদ্মাভসংকাশ
ঠ'কে যেতে যেতে কোনো দিকে হাত বাড়ালে
লেগে যায় কালো প্রায়ন্ধকার সন্ত্রাস।

দেখি যে এখন দলে দলে পথে নামছে।
কবি ও কাকের কোলাহলে কাকে চিনব?
তুমি যদি হও জননেতাটির চামচে
আপাতত তবে দাস ক্যাপিটালই কিনব।

হতে পারে, বোঝা শক্ত এ রাজনীতি
কঠিন কি খুব অনুভব করা দুঃখ?
ঘুঁটে কুড়ুনির শিকেয় তোলা যে স্মৃতি
বাঁকুড়ার ঘোড়া সে মর্ম বোঝে সূক্ষ্ম?

আমি কি বুঝেছি আমি খুব প্রয়োজনীয়?
বুঝিয়েছি, চলো, মেনে নাও, হও অন্ধ।
গোঁয়ার। চেঁচায় বাসে ট্রামে অনমীয়।
নিজের বিপদ নিজে ডেকে বলো মন্দ!

আমি কি বলেছি, কী হবে ফসলে? মাইনে
বেড়েছে অনেক। হোক জমিজমা বর্গা।
যা দেখো সবেরই মানে কেন খোঁজো? চাইনে
এ সময়ে যেতে প্রেমিকসংঘে দর্গায়।

সে শোনে না কিছু বোঝে না, বাঁচার সংজ্ঞার
মানে ভেঙেচুরে ছবি আঁকে অনবদ্য
ফোলানো কেশরে, ফোটানো রাগের অঙ্গার
নিজের বিপদ নিজে ডাকে লিখে পদ্য।

সীমান্তের চিঠি

লতাগুল্মে কাঁটাতার মৌন মূক নিঃশ্বাসবিহীন
অচেনা সবুজ ঝোপ ঝিঁঝি ডাকছে এমন দুপুর
পাখি নেই পত্রে ও পল্লবে
জল নেই
কারো চোখে জল থাকতে নেই
সীমান্ত এখন
বড় বেশি শান্ত বড় বেশি ঠাণ্ডা হিম
আরো ঠাণ্ডা ইস্পাতের বুকে বুক হাতে হাত রেখে
শুয়ে আছি ট্রেঞ্চে গর্তে মাটিতে এখন
বাইরে শুধু অন্ধকার দু'একটা জোনাকি জ্ব'লে নিভে
সামনে স্থির ভারতবর্ষ সামনে দেশ জননী আমার।

বহুদূরে বাইরে আছি সীমান্তে এখন তবু জানো
তোমাকেই মনে পড়ছে, মনে পড়ছে রোদ্দুরের চাঁপা
যেদিকে তাকাও শুধু শাদা মেঘ শুধু শাদা মেঘ
মাঝে মাঝে নীল
মানে গ্রামে গঞ্জে এসেছে আশ্বিন
এসেছে রাজধানী জুড়ে বেজেছে পুজোর ঢাক যেন
রক্তে নাচ গুরু গুরু ধ্বনি
তুমি তিনটি শিশু নিয়ে ঝলমলে আলোয় যাচ্ছ হেঁটে
চারপাশে সবুজ শস্য ভাঙা বাংলা রাঙা মাটি পথ
আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ট্রেঞ্চে শুয়ে ঘন অন্ধকারে
এখন এখানে শুধু থমকে থাকা
শুধু চমকে ওঠা
সতর্ক সজাগ হাতে আগ্নেয়াস্ত্র
অচেনা ফুলের গন্ধ ঝিঁঝিঁ
এ ছাড়া সমস্ত মৌন মূক।

অশেষ

অনেকদিন ধ'রে যে কথা সংকেতে
ব'লতে চেয়েছি, যে ব্যথার বেহালায়
ভীষণ সাবধানে গিয়েছি ছড় টেনে
আজ তা তোমাদের সামনে ছড়ালাম।

আমার পথটুকু মেঠো ও আঁকাবাঁকা
ভীষণ পার্বতী আমার নদীটিও
শ্বাপদ সঙ্কুল আমার বনে বনে
জটিল কাঁটালতা গভীর কুয়াশায়।

অনেক ভীরু আশা পিষ্ট পদতলে
জীবন-মন্থিত স্বপ্ন চৌচির
রক্তমুখী দাগে পূর্ণ এ-শরীর
নগ্ন-সত্যের আলোতে মেললাম।

দিয়েছি নিঃশেষে বুকের ভালবাসা
শোণিতে ফুসফুসে তুলেছি যে নিশান
শীর্ণ সাদা হাড় ভেঙেছে যে পাহাড়
সে হাতে পাথরের প্রতিমা বানালাম।

দেখেছি প্রেতায়িত শেয়াল শকুনেরা
এসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে, ক্ষুধিত নখাঘাত
সয়েছে এ পাঁজর, রেখেছে তলে তার
অগ্নি-সম্ভব একটি প্রিয় নাম।

আমার মনে পড়ে ধুলোয় পথে পথে
উপোসী দুপুরের দারুণ রুখু ঝড়
তোমরা কেউ নেই কোথাও কেউ নেই
খরার মাঠে ধান দুঃখে জ্বলে যায়।

যেদিকে চোখ রাখি দৃষ্টি প্রতিহত
যেখানে হাত রাখি তীক্ষ্ণ কাঁটাতার
যেখানে কান পাতি কেবল প্ররোচনা
তখনো প্রেম ছিল, তখনো কবিতায়

আমার নতজানু প্রতিটি শব্দের
উচ্চারণে গাঢ় গভীর সংকেত
ঘোষণা ক'রে গেছে ঃ আমার জন্মের
আমার মৃত্যুর কোথাও শেষ নেই

কোথাও শেষ নেই প্রেম ও প্রণামের।
আজকে একবার মিথ্যে হয়ে যাক
যা কিছু ভুল পাপ যা কিছু অন্যায়
অনতি-অতীতের, হে প্রেম, সংগ্রাম।

প্রবাস

এই সেই জায়গা
তেমনি আছে
তেমনি বুড়ো বটতলা
তেমনি কাঁটাঝোপ
বোবা জল
ঝুঁকে থাকা আকাশ
আর মৌন।

আমার চোখের সামনে
ওকে ধরে এনে
মুখ বেঁধে
ওরা
ওর হাত পা পাঁজর
মেরুদণ্ড
গলা
একে একে
খুলে ফেলল।

আমার ভাই।

এই সেই জায়গা
তেমনি আছে
শুয়ে থাকা মাঠ
শাদা সরু পথ
বালির চিতায়
নদী
অবিকল
সেই স্তব্ধতা।

আমার চোখের সামনে
ওকে ওরা
বিবস্ত্রা করল
তারপর প্রত্যেকে
পশুর মতন
হামলে পড়ল
একসঙ্গে।

আমার বোন।

এই সেই দেশ
তেমনি আছে
সেই রাস্তা
রাস্তায় প্রবাহ
পেট্রোল আর পিস্তল
পাসপোর্ট আর পোর্সিলিন
সেই নদী
নদীতে জাহাজ
অন্ধকারের গলায়
আলোর মালা

একপাল শকুন
তাদের তীক্ষ্ণ ঠোঁটে
একে একে
তুলে নিল
আমার
মাত্রাবৃত্ত আর
কলাবৃত্ত আর
পয়ার আর
রুচিরা
আর
তীক্ষ্ণ নখে
আমার অন্ত্রের
লালিমায়
রঙিন করল
ওদের উৎসব।

সেই থেকে
আমার প্রবাস।

ভাসান

ঠিকানা মঙ্গলদৈ তেজপুর আসাম
হ্যাঁ, আমি তো বিশ বছর বাস করছি, সবাই জানেন!
বিশ বছর একটু একটু করে
গড়েছি এ ভিটেমাটি তুলসীমঞ্চ মেহেদির বেড়া
অজস্র টগর জুঁই মল্লিকা ও একটি লাউমাচা
শ্যামলী ধবলী দুটি গাই আছে, তিনটে হাঁস, পুষী
দু-তিনটি নিজের ভীতু নাবালক সন্তান সন্ততী
বিন্দু বিন্দু ঘামে এই ছোট্ট পানা ডোবা।
আমি তো ইন্দিরাজীকে ভোট দিয়েছি লাইনে দাঁড়িয়ে।
আমি ভারতীয়।

ভিন দেশী? কি বলছেন মশাই? এই সব
কিছুই আমার নয়—কিছুই আমার নয় আজ!
আজ আর আমার কোনো অধিকার নেই এই দেশে?
মগের মুলুক নাকি? এই দেখুন পড়চা ও দলিল
এই দেখুন রেশনকার্ড, এই দেখুন হাতের আঙুলে
এই মাটির দাগ কিনা—রক্তস্মৃতি আসামের কিনা!
না, কোনো নিষ্কৃতি নেই
হায় দেশ, হায় রে প্রবাস
হায় ছিন্নমূল ভাগ্য, ভেসে যাও ভেসে যাওয়া ছাড়া
তোমার উপায় নেই তোমার উপায় নেই কোনো।

২.

চলেছি স্ত্রীপুত্রকন্যাভাইবোন, সামনে শুধু পথ
সামনে শুধু পথরেখা সামনে শুধু দীর্ঘ পথরেখা
একটাই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গন্তব্যে লুণ্ঠিত প'ড়ে আছে।
পিছনে দুবলহাটি, দুধপাতিল, নঁওগা, বিটল
মঙ্গলদৈ এর স্থির জনপদ, পিছনে কেবল
মাটির উঠোন আর তুলসীমঞ্চ মেহেদির বেড়া
এখনো রয়েছে ফুটে বিগত বর্ষার বেল জুঁই
আলো করে আছে সব কাঠগোলাপ দোপাটি টগর
শ্যামলী ধমলী পুষী তিনটে হাঁস একটি লাউমাচা
বিবর্ণ কুলুঙ্গি জুড়ে অসহায় মাটির গোপাল
পিছনে নির্মম কাঁটাতার।

৩.
কোথায় চলেছি আমরা লবণ-উথাল দোলাচলে?
নিরূপায় অন্ধকার মেঘে মেঘে ভারী স্তব্ধ হাওয়া
নিয়ম নির্দিষ্ট লগ্ন বড় স্পষ্ট, বিদায় প্রবাস
বিদায় স্বদেশ, মুগ্ধ মায়াজাল, হে মহাজীবন
তোমার দু'চোখ রাখো অশ্রুহীন তুচ্ছ ব্যথাহীন
তোমার হৃদয় রাখো নিরাবেগ, কিছুই নিজস্ব নেই, শুধু
সমূহ শূন্যতা ছাড়া উন্মুক্ত আকাশটুকু ছাড়া
পা রাখার জায়গা নেই, মাটি নেই, মাটিতে তোমার
কোনো অধিকার নেই, এ পৃথিবী তোমার না, আর
কেউ পাশে দাঁড়াবে না, কেউ ডেকে নেবে না তোমাকে
চতুর্দিকে কাঁটাতার চতুর্দিকে কঠিন ইস্পাত
বলির বাজনার শব্দ অন্ধকারে গুম গুম আওয়াজ।
৪
ধরণী, তুমি হলে না দ্বিধা এখনো? মানুষেরা
চিবোয় হাড় মাংস ঝোল চিবুক বেয়ে গড়ায়
বিবৃতির উত্তাপের রেশ কাঁপায় দেশ
মিছিল ধায় সুদূরলোক, শপথ নেয় ওরা
এখনো তুমি মৌন মূক আনত হও আকাশ?
দু'হাতে ছিঁড়ে টুকরো ক'রে এই যে মানুষেরা
হাত পা মাথা শিরদাঁড়ার মাংস মানুষের
ভিন দেশীয় আর্তনাদে পাহাড়ে উপত্যকায়
জীবন, তুমি দাঁড়িয়ে আছো তরঙ্গে ও ত্রাসে
দাঁড়িয়ে দেখ সীমান্তের গভীর নীল আকাশ?

গন্ধেশ্বরী

এখনো তীরে তোর আমারই ঘনঘোর অশ্রুমাখা ওর অন্ধকার
জড়ায় পাকে পাকে আমাকে ঝাঁকে ঝাঁকে বর্শা গাঁথে নীল নীরবতার
বালির চিতা জ্বলে এখনো পলে পলে চোখের জলে ভেজে ভস্ম তাপ
আকাশে নেমে আসে ভীষণ নিচু ত্রাসে পাঁজরে ফুসফুসে পাথর-চাপ
শুক্লা সপ্তমী চৈত্র নিশিথীনি বলেনি কোনো কথা বলেনি, 'যাক
আগুনে ওই দেহ, অনেক দিন স্নেহ পায়নি, সত্তায় স্মৃতিতে থাক
ও তোর চেতনাতে রক্তবেদনাতে টুকরো হতে হতে—, কাঁদতে নেই—'

বালির বিছানায় ঘুমোতে পারা যায় আগুন টকটকে চাদরে ঢাকা
ফিনকি দিয়ে ওড়া ভস্ম গুঁড়া গুঁড়া সারা গা হাত পা মৃত্যু মাখা
মাটিতে মুখ গুঁজে পাথর হাঁটুতে কি চিবুক রেখে পিঠ ফিরিয়ে ব'সে
দেখেছি লেলিহান নিঃস্ব অবসান অশথ পাতাগুলি প'ড়েছে খ'সে
দেখেছি তারপর কোথাও কিছু নেই—পুরনো জুতোজোড়া পুরনো লাঠি
পুরনো জামা থেকে ঘাসেরা একে একে ছেয়েছে সারা মন পাথুরে মাটি
হায়রে ভাষাহীন আকাশ উদাসীন দুঃখী দুপুরের রুদ্ধশ্বাস
বর্ষা শরতের গ্রীষ্ম ও শীতের মায়াবী পৃথিবীর মেটানো আশ
দেখি না কতো কাল পেরিয়ে নদী খাল দীর্ঘ ঋজু ছায়া দীর্ঘ ভার
কেবল পথে পথে রোদে ও জলে ঝড়ে বাড়িতে ফেরা তার অন্ধকার
দেখি না হেঁটে হেঁটে দুঃখ কেটে কেটে হাজার বলিরেখা ঢেকেছে মুখ
রক্তক্ষতব্রত ও দেহে অবিরত শুষেছে ক্ষয়ক্ষতি অগ্নিভুক

ও নদী তোর জলে কিছুই নেই
কিছুই নেই তোর ও ভাঙা পাড়
বালির চিতা জ্ব'লে সূর্যকেই
পোড়ায় খাক ক'রে ছড়ায় হাড়
বৃথাই নচিকেতা ঘূর্ণীপাক
আকুল চীৎকারে ভেঙেছে ঘোর
নেমে যা, ওই দেহ যে পারে খাক
ও নদী, ওই জলে কি আছে তোর?

কোথাও গান ছিল একদা পৃথিবীতে কোথাও দান ছিল পুণ্য ব্রত
প্রতিশ্রুতি ছিল হাজার পুঁথিধ্যান দিব্য ভালবাসা আলোর মতো
কোথাও প্রেম ছিল যোগক্ষেম নিয়ে সহজ ত্রাণ ছিল সত্যকাম
আজানু উদাসীন আদিম অনাহত আনত অভিমানী বর্তমান
কোথাও ছিল সব সমূহ সংসার সমিধভার আর আরুণি জল
ন হন্যতে ব্রতে বৈধ বেদনার ব্যথিত আমলকি ও করতল
কিছু কি স্মৃতি থেকে আঙুলে ছেঁকে ছেঁকে তুলবে আমাদের মৃত্যু তক?
তোমার মনে আছে? হে মাটি উদাসীন তৃণ ও তরুহীন হে প্রান্তর?
আমি কি জরাতুর ফিরেছি হে সুদূর, আমার গ্রাম কই আমার ঘর?

এখন স্পষ্টত এখানে ত্রাস
এখানে আর ফিরে আসে না কেহ
আমাকে নিবি? সে কি! আমাকে চাস?
গা হাত পা ও মাথা? আমার দেহ!
শুধুই দেহ? তবে এই যে ঘৃণা
ছড়ানো পথে পথে ধরিত্রীর
ফুটেছে ফুলগুলি! এগুলি বিনা আমার নাশ নেই জেনেছি স্থির।

কী লিখতে কী লিখব, তাই চিঠি দিইনা তোমাকে।
আমার অল্প ক'টি মাত্র শব্দ।
রোগা পটকা অক্ষরগুলি রোরুদ্যমান।
তুমি রগুড়ে মানুষ।
চোখের জলটল তোমার আবার সয়না।
ডাকটিকিট কিনতে যেতে যেতে আমার বেলা ফুরিয়ে যায়।
পোস্টমাস্টার চ'লে যেতে যেতে বলেন,
কাল এসো।
এই সব—এসবই হয়তো অজুহাত।
সে সব তুমি বুঝবে।
আমি তোমার কাছে না গেলেও
আমি তোমাকে চিঠি না দিলেও
যেদিন দুপুরবেলার মেঘ মন্দিরের চূড়া ছুঁয়ে
নেমে আসবে নদীর জলে
বিকেল বেলার ব্যাকুল বাতাস মেদুর হয়ে উঠবে গাছে গাছে
সন্ধে বেলার শ্রমশীর্ণ সংসারে বিপদ সংকেতের মতো বেজে উঠবে শাঁখ
রাতের তারাদের কানাকানিতে চমকিত হবে পথের ধুলো—
আমি জানি
তোমার মনে পড়বে
একটি শতচ্ছিন্ন সংসারের ছবি
কিন্তু তার পাগল করা সুগন্ধ তোমাকে ঘুমোতে দেবে না
তুমি নিশ্চয়ই দেখবে
সেখানে কে যেন আগুন জ্বেলে দিল—তার হাজার হাজার শিখা
প্রণতি মুদ্রায় তোমাকে শরণাগতি জানাল
কয়েকটি শরীর নীল হয়ে লাল হয়ে হলুদ হয়ে কুঁকড়ে যেতে যেতে
তোমাকে ভালবাসতে লাগল
তুমি রগুড়ে মানুষ
তাই তাদের মৃত্যুমুখী কাতরতা তর্জনী তুলে দেখাতে দেখাতে
বললে, শুভরাত্রি।
আর এলে না।
দেখলে না সেই ভস্মরাশিতে পৃথিবীর আশ্চর্য ভাস্কর্যের মতো
উঠে দাঁড়ানো একটি মানুষ
তার নাভিমূল থেকে উচ্চারণ করছে তার উদ্দেশ্যে রচিত
প্রেমের কবিতা
যে আগুন জ্বেলে পালিয়েছিল একদিন
কিন্তু পোড়াতে পারেনি।

গঙ্গা যমুনার কবিতা

আমি সমাজ বদলাতে পারবো কিনা জানি না
সে দায় বা দায়িত্ব কতটুকু আমার ওপর
তাও জানা নেই আমার।
আমি জানি না কবির ঋণ
শুধু স্বপ্ন দেখি স্বপ্ন দেখি আর স্বপ্ন দেখি
সব কাঁটা তারগুলি ফুল হয়ে গেছে।
সীমান্তে সীমান্তে ভারতোৎসব
উপযুক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত
প্রতিটি যুবক যুবতী
প্রত্যেকে অনর্গল মাতৃভাষায় কথা বলছে
আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না
সেগুলি হৃদয়ে অনুবাদিত হতে
আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি সারা দেশে
জল জঙ্গল পাহাড়
আমার নদী শুধু গঙ্গা নয় যমুনাও
আমার নদী শুধু গঙ্গা নয় শতদ্রুও
আমার পাহাড় শুধু গারো নয় মাউন্ট আবুও
আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে টুং
আমার জন্যে চঞ্চল হয় ডাল।
আমাকে বার বার যেতে হবে কন্যাকুমারিকা
আমাকে ছুঁয়ে দেখতে হবে প্রতিটি ইঞ্চি মাটি
ঠিক ঠিক আছে কিনা
আমার শব্দ—কবির শব্দ
অনুভব ক'রে আসমুদ্র হিমাচল ভারতের রক্ত চলাচল
ছড়িয়ে পড়ে লুটিয়ে পড়ে গড়িয়ে যায় তার
মরুপ্রান্তর নদী পাহাড় অরণ্য নগরীতে।

একটি পুরনো রীতি গল্প

ছুটির ঘণ্টার মতো শব্দ ক'রে দরজা খুলে এলো
আমার পুরনো বন্ধু প্রাক্তন ভার্সিটি সহপাঠী
এক ভর সন্ধে বেলা মফস্বল শহরে হঠাৎ
চমকে উঠলো স্নায়ুতন্ত্রী হঠকারী রক্ত উঠলো দুলে
মনে পড়লো মনে পড়লো কবেকার অন্ধকার ছিঁড়ে
কফিনের ডালা ভেঙে অবরুদ্ধ দমিত স্মৃতির
আশ্চর্য কঙ্কাল গ্রন্থী অনিবার্য সম্মোহন যেন
রাত বাড়লো চাঁদ উঠলো চাঁদ ডুবলো দুর্বোধ্য আকাশ
শেষ নির্জনতা নিংড়ে লিখে রাখলো নষ্টনীল তিথি।

নীলাঞ্জন। নীলাঞ্জন বসুরায়। কোনোদিন কবিতা লেখেনি।
কবিবন্ধু ভালবাসত! ক্লাশ করেনি কোনোদিন। তবু
কলকাতা ভার্সিটি ফার্স্ট। ডাকসাইটে জার্নালিস্ট ইংরেজী দৈনিকে।
বয়স ছুঁয়েছে চুল। স্পর্শ ক'রে রেখেছে যৌবন
প্রগাঢ় উদ্দাম সেই ঋজুদেহ দু'হাতের টেনিসের চাপ।
দীর্ঘ ছ'ফুটেরও বেশি। নীলাঞ্জন তেমনি পদক্ষেপে
এসে ঢুকলো। এই ঘর যেন তার। এ ঘরের সব
তৈলচিত্র, গজদন্ত, অসিচর্ম জং ধরা সেতার
যেন তার আগমনে বেজে উঠলো। কেঁপে উঠলো যেন।

আমার স্ত্রী সুজাতা মিত্র একটু যেন অপ্রতিভ যেন
অপ্রসন্ন যেন অন্যমনস্কের ছলে ক'টি দিন
দূরের আকাশ দেখল বহুচেনা নক্ষত্রটি জেনে নিলো আরও
ঘাস ছিঁড়লো স্মৃতিসৌধ কলেজ ট্যাঙ্ক চার্চ
ছায়াচ্ছন্ন হিলহাউস কেন্দ্র করে শীর্ণ এ শহর
শহরের ধুলোমাখা শাদা কালো লাল পথ পথের বিলাস
মাটির সমস্ত ক্ষয় আকাশের সব ক্ষতি ছায়ার ভয়ের
আবিষ্ট তুচ্ছতা থেকে জীর্ণ গ্রাম গ্রামান্তের স্থবিরতা থেকে
পোকা কাটা পুঁথি শহর পুনরায় প'ড়ে দেখল আর
বিশ্বভারতীর ছাত্রী গান শোনালো অলসগমনা
ছড়ালো রহস্য রক্তমুখী টিলা প্রান্তরের দেশে
ভাঙামন্দিরের স্তম্ভে অলিন্দে খিলানে জ্যোৎস্নালোকে
পাহাড়ে বাংলোয় ঝর্ণাতলে দূরাদয়শচক্রনিভ

দিগ্বলয়ে ঝিঁঝিঁ ডাকা নির্জনতা দিয়ে
নীলাঞ্জন ও আমাকে ঘরে ও ঘরের বাইরে তবু।
ক'টি দিন। যেন ক'টি মুহূর্ত।

নীলাঞ্জন চলে গেছে। আমি ডুবে গেছি শূন্যবাদে
মাধ্যমিক বৈভাষিকে ছাত্র আর ছাত্রীদের ভিড়ে।
সুজাতার একা একলা দুপুর বিকেল। শুধু রাত
রাতটুকু আমাদের নিজেদের কুয়াশার জ্যোৎস্নার জয়ের
নিজস্ব নির্জন সুখ দুঃখ ও আনন্দ বেদনার—
নীলাঞ্জন কয়েকদিন নির্জনতা ছিঁড়ে খুঁড়ে প্রবল ঘূর্ণীর মতো ছিল
উস্কোখুস্কো বুনো ঝড়, বেদুইন ঘোড়সওয়ার যেন।

ঘটনা এখানে থামলে এর মধ্যে কাহিনী আসতো না।
হতো না গল্পই কোনো; হয়েছে কি? তাও যে বুঝি না।
বুঝি না সরল সত্য বহু আজও, পুঁথির পাতায়
শুকনো তত্ত্বগত দিন শুষেছে এ জীবন যৌবন
দেখেনি মুঠোয় নিংড়ে কোষে কোষে পরিপূর্ণ রস
আশ্চর্য জটিল গূঢ় গহন গভীর—দুঃসাহস
দুঃসাহস ছাড়া কেউ কোনোদিন সেখানে পৌঁছেনা
রসিকের প্রতিভার জাদুস্পর্শ ছাড়া সে দরজা
কখনো খোলেনা, সুপ্ত রসের ভৈরবীচক্র ছাড়া
সংস্কারমুক্ত দৃপ্ত তেজস্বী তান্ত্রিক ছাড়া কেউ
সম্ভবত প্রবেশ করেনি এই সবচেয়ে পুরনো গুহায়।

এ সত্য জানার পর খুলে গেছে নিজস্ব মোহের
এক একটি আবরণ। আমি নিজে সুজাতাকে নিয়ে
গিয়েছি সে গুহামুখে তুলেছি পাথর প্রাণপণে
পাতালের দিকে সিঁড়ি নেমে গেছে নেমে নেমে গেছে
আশ্চর্য আলোর দেশে, আমি ঠিক নির্ভুল নিয়মে
যতই এগিয়ে গেছি ততো উড়ে এসেছে ডানার
উল্লাস শরীরে রক্তে আগুনের ফুটন্ত লাভার
অজস্র জটিল ফুল সুগন্ধে মাতাল ক'রে প্রায় সংজ্ঞাহীন
দেখিয়েছে সহ্যাতীত সত্যের শরীর তার আপাদমস্তক।

নীলাঞ্জন চলে যায়। আর আসে না। তবু ফিরে আসে
জলের শব্দের মতো অন্ধকার সুগন্ধের মতো

লোকায়ত অলৌকিক বৃষ্টির ছন্দের মতো একা
এই নষ্ট মফস্বলে কাঁটালতা বিষপাতার দেশে
গভীর গোপনে। আমি সুজাতাকে ঘুম থেকে তুলে
বলি, দেখো, কে এসেছে লোনাধরা শহরে আবার
ওঠাতে আদিম ঝড় রক্তঝড় জঙ্গলে টিলায়
এত রাতে! চোখে তার বিস্ময়ের ঘোর কেটে যায়
একটি ঘুমন্ত দীপ ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে আকাশ মুর্ধায়
চলো ঘরে চলো দ্রুত ব্যস্ত স্ফীত উৎকণ্ঠিত নিয়মসম্মত
সংযত সৌজন্যে স্থির সহজযানের দিকে যাই—

কোথায়? কাহিনী কই? গল্পখোর পাঠক পাঠিকা
পুরনো রীতির গল্পে সাড় নেই জানি আর তাই
রহস্য জটিল ছায়াচ্ছন্ন ক'রে রেখে দিচ্ছি পথ
আদিম বিষাক্ত লাল লতাগুল্মে ঢেকে দিচ্ছি মুখ
অস্পষ্ট ধূসর ক'রে সুদূর সুন্দর ক'রে রেখে দিচ্ছি দেখ
শূন্যের তরঙ্গে প্রতি মুহূর্তের অস্থির প্রবাহে নীল জলে।
রাখো রাখো। বাগ বিভূতি! গল্প চাই, গল্প। ডেকে এনে
খালি হাতে যেতে বলো? আমরা বাংলা বন্ধ ডাকবো তবে।

তবে বোসো। রাত বাড়ুক চাঁদ উঠুক চাঁদ ডুবুক রাত
মেঘের প্রহরী তার পেটা ঘড়ি বাজাতে থাকুক
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট .... বারো
রূপক প্রতীকহীন গাছপালার স্তব্ধতা ফাটুক
ছায়ামূর্তিগুলি ঘরে ফিরে দিক কপাটের খিল
মরুরাত্রি তলে জল অনর্গল সিক্ত করে দিক কাঁটালতা
সাহসী নক্ষত্রগুলি কাছাকাছি উন্মুখ-পিপাসা
ভয়ার্ত বাদুড় ক'টি উড়ে যাক উৎকণ্ঠা-কাতর
বিন্দু বিন্দু ঘাম নিয়ে ঝর্ণার জলের শব্দে কাঁপুক পাহাড়
পাহাড়ের নীচে বাংলো ঢেকে যাক মরু কুয়াশায়
সমস্ত সংঘের দরজা বন্ধ হোক খুলে যাক বাউলের তার
নূপুর ও আলখাল্লা ও অগ্নিসংকুল ফোয়ারার
চাপা রাগ ছেয়ে দিক গুহামুখ গুপ্ত পথ চন্দ্রভেদী জল
হৃৎস্পন্দনের শব্দ দ্রুততর উপত্যকা জুড়ে
স্তব্ধ ও স্তিমিত হোক শান্ত স্থির উরুবিল্ব গ্রাম
তোমরা অপেক্ষা করো এক যুগ ... দু যুগ ... তিন ... চার ...

নিঃশব্দে অপেক্ষা করো সতর্ক সজাগ স্বপ্নহীন
নিবাত নিষ্কম্প নীল শিখাময় চৈতন্য নিবিড়
সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি তীক্ষ্ণ হোক প্রখর ও সন্নিকর্ষময়
সবিকল্পকের জন্যে।

ধীরে ধীরে পশম কাপাস
খুলে দেবে নীলাঞ্জন। ধীরে ধীরে পাথরের কাঠের ধাতুর
তেজস্ক্রিয় গয়নাগুলি খুলে রাখবে সুজাতা। সীমাহীন
পরিধির বাইরে যারা দীক্ষিত তারাই দেখবে চেয়ে
সমস্ত আকাশ ঘিরে দেবদেবী নৈরঞ্জনা নদী ঘিরে সোনা
রাশি রাশি বালু সব অশরীরি আকুল আত্মারা
পরিসমহীন এই ধর্মে বর্মে ঢাকা ক্ষুৎপিপাসার দেশে
চেয়ে দেখব সংহিতার অনুশাসনের পাতাগুলি
উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায় হাওয়ায়
নীলাঞ্জন বসু রায়
তোমার আমার সত্তা। সুজাতা সবাই। দেখবো চেয়ে
প্রাচীন কাহিনী থেকে রাধাকৃষ্ণ রক্তনদী বেয়ে
ভাসিয়ে দিয়েছে নৌকো উড়িয়েছে পাল
ঘাসে মুখ দিয়ে শান্ত নির্বিরোধ জীবগুলি
ভালবাসছে স্নেহশীল, চিরকাল একাকী রাখাল।

উপসংহার

এ এক আশ্চর্য নটে। বুড়োয় না। মুড়োয় না। কেবল
লুব্ধ লোকচক্ষু থাকে হুমড়ি খেয়ে টি টি প'ড়ে যায়
সংঘে সংঘে। মকবুলের নামে মামলা রুজু হয় কোর্টে।
মহামান্য ধর্মাবতার চিন্তিত। সমস্ত কিছু লুঠ হচ্ছে রোজ।
স্বয়ং মা সরস্বতীর পরণে কিছুটি নেই, একদম ন্যাংটো—জয়ের কবিতা।
মামলা রুজু করো। মামলা তথাগত। এ এক অদ্ভুত
সত্যিই আশ্চর্য দেশ সেলুকাস।
এক আশ্চর্য গল্প পাঠক পাঠিকা
মাথামুণ্ডুহীন ধড়। মার খাচ্ছো। খাও। আমরা লিখি।
লেখার জন্যেই শুধু। দিব্যি আছে মা কালীর। মাথার। কাজেই
গুলিয়ে যাবার আগে বুঝে নাও সুজাতা মিত্রের
এই গল্প কাল্পনিক। নীলাঞ্জন বসুরায় বলে কেউ নেই।

পদ্যের গদ্য

গদ্য চেয়ে পাওনি চন্দন
তাই বলে কি খারাপ করে মন
গদ্য তো ঢের রয়েছে চারপাশে
বাড়ির ভিতে অসুখ বিসুখ ত্রাসে
দশটাথেকে পাঁচটা আছে ঠাসা
দাম মেলাতে দূরভাষের ভাষার
এর মুখে ওর মুখে আমার মুখে
হাসি ফোটানো গদ্য আছে ঢুকে
মাথায় এবং মগজে তা ছাড়া
সন্তোষী মা পুজোর চাঁদা পাড়া
এলোপাথাড়ি সব্জি নিয়ে ঘরে
নিখিল ভারতবঙ্গ পকেট ভরে
হা ক্লান্ত সেই গদ্য পছন্দ না?
কিংবা ধরো যে কথা বলবো না
লিখে ফেলেছো ঃ অমনি মাতব্বর
ধ্বজাধারীর দলেরা তৎপর
শাপান্ত বা বাপান্ত করতেই
এর মতো তো গদ্য ভায়া নেই
এর মতো তো গদ্য মেলা ভার
পদ্য পড়ার সভাই আকছার
সভাই শুধু পদ্যকারের দেখা
ক্বচিৎ মেলে, ঝোলাভর্তি লেখা
তুর্কিরা সব মাড়িয়ে যায় পায়ে
না পসন্দ ডাইনে এবং বাঁয়ে
তোয়াক্কা না করে ঝাঁকাও কাঁধ
এমন তরো গদ্যে বাঁধো বাঁধ
প্রায় প্রতিদিন। জগদল্লার ছেলে
মাটির গন্ধ গাছের গন্ধ পেলে
উদাস বুকে নিংড়ে উঠে গান
এর থেকে নেই কোনো রকম ত্রাণ!

এ গদ্য কি এ রাজ্যে আজ মানায়
তার চে চলো যারা শুধুই জানায়
ভালোই আছে তারা ভালোই আছে
দুঃখী ভীরু মানুষজনের কাছে
নুন আনতে পান্তা আছে হাসি
পলাশতলায় আগুন রাশি রাশি
মাটির মেঝেয় তালাই রঙিন কাঁথা
বুড়ো অশথ প্রাচীন দীঘি, না তা
ছবির মতো কখনো নয় শুধু
গদ্যে পোরা পদ্য যেন ধূ ধূ
ধূসর স্কেচ কঠিন পেনশিলে
কেউ এঁকেছে ঃ আমরা দুজন মিলে
গেলেই নেমে উঠে আবার নেমে
পথ লুকোবে; একটু খানি থেমে
লাফ দেবে নীল মেঘেরা জঙ্গলে
একলা মেয়ে নদীর নিচু জলে
মাটির কলস ভরবে ভেঙে খোঁপা
আমি বলব গার্গী তুমি লোপা
স্তনের মতো নিবিড় চাঁদ ছাড়া
কোথায়ও নেই কিছুই নেই সাড়া
তুমি ভুলবে ফোনের ঘর; আমি
স্কুলের ঘর।
এ পদ্য খুব দামী
হয় কখনো। অরবিন্দ বাবু
ভালবেসে হন যিনি খুব কাবু
হয়তো বা এই 'মাছির মতো শিংএ'
বা! বেশ! বলে যাবেন হাউসিঙে।

সেদিন চন্দ্রমা তার উন্মোচিত অঙ্গ চৈত্ররাকারজনীর
ব্যাকুল প্রহরে স্বচ্ছ সরসী সলিলে ঢেলে বিশ্লথ ভঙ্গিমা
সারিবদ্ধ বকুলের বিস্তীর্ণ কবরীভার কুসুমলাঞ্ছিত
রক্তাশোক পংক্তি তার ছায়াঞ্চলে অলস মন্থর
বিরহ বিধুরা চক্রবাক স্তব্ধ প্রসূতমঞ্জরী
সহকার বক্ষপুটে
আর সেই পৌর্ণমাসী বসন্ত রাত্রির
সমস্ত উদ্যান তরু চক্রবাক স্বচ্ছনীল সরসী প্রান্তর
যেন কোনো কিন্নরের অশ্রুত সঙ্গীতে কাঁপে,—কার বংশী ধ্বনি
এমন অমৃতময়, অব্যক্ত অননুভূত সংবেদনে এমন করুণ!

অকস্মাৎ থেমে গেল বাঁশি, কার পদশব্দে ভুল ক'রে বুঝি
তাকালো বিল্‌হন। কার পদশব্দ, কে এই নিশীথে একা একা
এ নির্জনে! ভাবে কবি, ভাবে তার ভুল। কিন্তু পদধ্বনি যেন
কাছে আরো কাছে আসে, থেমে যায়। রক্তাশোক ছায়াতলে কবি
দু'চোখ নিবদ্ধ করল, আচম্বিতে কবির বুকের সব তারে
বেজে উঠল শিহরণশঙ্কিত আঘাতে, স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হল সব কিছু।

বিশ্লথ চরণে আরো কাছে এল চন্দ্রলেখা, আনত সুনীল
দু'চোখ কবির চোখে রেখে শান্ত বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে
উচ্চারণ করল, "কবি!" আকণ্ঠ প্রণয় ঝরল একটি মধুর সম্ভাষণে।

"একি বিদ্যা, তুমি কেন এখন এখানে এলে তুমি—"
বিল্‌হন ডাকনাম ধরে শুধাল দু'চোখে তুলে ভ্রূকুঞ্চিত জিজ্ঞাসার মেঘ।

'এভাবে ডাকলে কেউ থাকতে পারে এভাবে কবির বাঁশি যদি
তার কবিতায় নামে অমৃতলহরী তোলে, হে কবি, তাহলে তুমি বলো
কবিতা কি স্থির থাকতে পারে—"

"কিন্তু, আমি তো তোমাকে বিদ্যা, ডাকিনি
এখানে,—
আমি এই পৌর্ণমাসী রজনীতে কিসের বিহ্বল নেশা নিয়ে
জানিনা, কেন যে এই তৃণাঞ্চিত সরসীর তটপ্রান্তে একা
ব্যাকুল বাঁশরী থেকে সুর তুলে বসন্ত স্রষ্টার গানে করেছি উদ্যান মুখরিত।

"না, কবি, করেছ ভুল বাঁশরীতে, যে সুর তুলেছ তুমি বসন্ত স্রষ্টার
উদ্দেশে, সে সুর, কবি, কবিতার জন্যে এতক্ষণ এই বকুল বিটপী
প্রকম্পিত করে রাজভবনের একটি উন্মুক্ত বাতায়নে
করুণ মিনতি করে কবিতাকে করেছিল কী আশ্চর্য দুরন্ত আহ্বান
আর তাই সে কবিতা বনিতা স্বয়মাগতা যদি, বলো কবি, কার ভুল?"
তাকায় বিহ্বল কবি, বলে, "বিদ্যা, কারো ভুল নয়, তোমাকেই
আহ্বান করেছে এই বাঁশরী আমার ভুলে বসন্ত স্রষ্টার স্তোত্রগাথা
তোমাকে নিজেই আমি ডেকেছি কবিতা, তুমি কোনো ভুল করোনি প্রতিমা!"

নিরুত্তর চন্দ্রলেখা। বকুল বিটপী যেন উচ্ছ্বলিত, বসন্তব্যাকুল গন্ধবহ
রক্তাশোক ছায়াঞ্চল প্রকম্পিত ক'রে শান্ত সরসীর তরঙ্গে অস্থির;
কবির সম্মুখে বিদ্যা পাদলগ্ন তৃণাঞ্চিত তটে ব'সে স্থির কণিনীকা
কবির দু'চোখে রেখে বলে, "কবি, এমন ব্যাকুল সুরে কেন ডাকলে কেন?"

আচম্বিত বিল্‌হনের চোখে যেন কিসের জিজ্ঞাসা, দৃষ্টি সরসীসলিলে
নিবদ্ধ; কী বলে বিদ্যা, কেন তাকে ডেকেছে সে, কেন সে জানে কি, তবু বলে
"কবির কবিতা বড় আনন্দের, কবি কবিতাকে ভালবাসে
কিন্তু, কেন,—এর আর কী উত্তর আছে বিদ্যা, আমি তো জানি নে।"

"শুধু এইটুকু মাত্র কবি, আর কোনো কিছু কামনা হৃদয়ে
জাগে না কি, এই রাত্রি অন্য কোনো কিছু আর ....." বলে থামে
চন্দ্রলেখা আহত নিঃশ্বাসে।

"কিন্তু এর বেশী আর কী কামনা থাকতে পারে ছাত্রীর নিকটে—"

ছাত্রী! এই বসন্তের কুসুমিতা বিটপীতে উদ্ভিন্ন যৌবনা
অষ্টাদশী চন্দ্রলেখা ছাত্রী! শুধু ছাত্রীমাত্র; এর বেশী কিছু নয় তবে—
আহত নিঃশ্বাসে বলে, "কবি, এই বসন্তের বাসক সজ্জিকা
রজনীতে আমি ছাত্রী নই, আমি শাশ্বতী প্রেমিকা, কবি! তুমি
আমার জীবনে কাম্য, প্রথম পুরুষ; আমি তোমার জন্যেই
জেগে আছি, উৎকণ্ঠিত তোমার পদধ্বনি শুনব বলে জীবনে আমার।"

চৈত্র রাকারজনীর ইন্দুলেখা রোমাঞ্চিত বোধে অকস্মাৎ
আশ্চর্য উজ্জ্বল হল, আচঞ্চল সরসীর সুনীল দর্পণে
আরক্তিম মুখ দেখে শিহরিত হল, দীর্ঘ বকুলের কুসুম লাঞ্ছিত
কবরী কোরকে স্তব্ধ চক্রবাক চোখ তুলে মন্দিরা বিহ্বল

সঙ্গিনীর ডাক শুনল, কুসুমিত অশোকের সারি
রক্তোচ্ছ্বাসে আন্দোলিত হল।
"বিদ্যা—" বিল্‌হনের ডাকে
আনমিত মুখ স্তব্ধ চন্দ্রলেখা তাকাল কবির মুখাম্বুজে।
দুর্বামঞ্জরীর গুচ্ছ রক্তাশোকে দুটি হাতে শিথিল কবরী
অলঙ্কৃত করে কবি সুচারু চিবুক তুলে নির্নিমেষ চোখে
বিদ্যার বদন সুধা পান করল, আজানুলম্বিত
বাহুর বন্ধনে তাকে বদ্ধ করে বসন্ত রাত্রির সব সমস্ত কামনা
নিঃশেষে লেহন ক'রে মিলনের প্রথম স্বাক্ষর
বিদ্যার বিম্বোষ্ঠপুটে এঁকে দিল ঃ
সহকার শাখায় নিভৃতে
উদ্বেল ব্যাকুল চক্রবাকী একটি গল্পের নির্জনে হল স্থির।

আর সেই রজনীর কৌমুদী-উজ্জ্বল একটি বসন্ত-বাসর
ছিন্নভিন্ন করে দীর্ঘ বিটপীর অন্তরাল থেকে একটি নির্মম নির্ঘোষ
উচ্চারিত হল, "কোথা কে আছ প্রহরী?"
ভীরু ব্রততীর মত
চন্দ্রলেখা পিতা বৈরিসিংহের চরণপ্রান্তে ভূলুণ্ঠিতা। কবি
বন্দি হল কারাকক্ষে রাজাদেশে প্রহরীর নির্মম শাসনে।

রাজসভা। বৈরিসিংহ সিংহাসনে উপবিষ্ট। চন্দ্রাতপ থেকে
সুরম্য মানিকাবলী প্রলম্বিত বিদ্রুমখচিত স্তম্ভ শ্রেণী
স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়; আর ব্যজনিকা কিঙ্করীর চামর ব্যজনে
বিসর্পিল সেই দ্যুতি বেদনায় আশ্চর্য উজ্জ্বল।

বন্দি বিল্‌হনের আজ শাস্তি। তাই কারাকক্ষ থেকে
আনীত কবির চতুঃস্পার্শে সপ্তঘাতক প্রস্তুত।

বিল্‌হন জানাল তার শেষ অভিবাদন রাজাকে
সভাসদবর্গকেও তার শেষ নমস্কার। তারপর বলে
"শুধুমাত্র একটি অনুরোধ আছে মহারাজ—" চতুর্দিকে ইতস্তত তার
দৃষ্টি সঞ্চালন করল।
"বলো কবি, কী তোমার অভিলাষ, আমি
তোমার অন্তিম ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করব, বলো—।"

মহারাজ, এই সপ্তঘাতক পরিবৃত হয়ে যাব যে বধ্যভূমিতে
যাবার সময় আমি শ্লোক রচনা করে যাব—আমার এ জীবনের শেষ ক'টি শ্লোক

প্রার্থনা, যেন সে শ্লোক সমাপ্ত না হলে বধ না করে ঘাতক।"

"তোমার প্রার্থনা অতি অবশ্যই পূর্ণ হবে কবি, সেই শ্লোক
না হলে সমাপ্ত কেউ স্পর্শ করতে পারবে না তোমাকে।"

"অনুগৃহীত আমি মহারাজ, এবং প্রস্তুত; তবে চলি।"
বিল্‌হনের দুটি চোখে কী যেন ব্যাকুল তৃষ্ণা কেঁদে উঠল নিঃশব্দ চিৎকারে।

বিল্‌হন প্রস্তুত। বধ্যভূমি লক্ষে চলেছে ঘাতক পরিবৃত।

প্রেমিকা বিদ্যার সেই পুষ্পিত তনু ও তার স্নিগ্ধ মুখাম্বুজ
স্মরণ করল আর তারপর প্রেমিকার ডাকনামে শুরু করল শ্লোকমালা কবি।
এক একটি শ্লোক যেন বুকের ভিতর থেকে উচ্চকিত হয়ে উঠল রক্তাক্ত উজ্জ্বল
ব্যাকুল সে শ্লোকমালা নিবেদিত হতে লাগল বিদ্যার উদ্দেশে একে একে।
সে রক্তাক্ত শ্লোকমালা সপ্তঘাতকের কর্ণে গুঞ্জরিত হল, অশ্রুভারে
তাদের বিশুষ্ক চোখ পূর্ণ হল, প্রবৃদ্ধ অশ্রুভার ঝ'রে পড়ল পাণ্ডু গণ্ডস্থলে।
সমস্ত জনপদ হাহাকার করে উঠল, নিস্পন্দ নিথর হল ব্যস্ত নরনারী
কাতর উদ্বেলে হল দ্রষ্টা প্রেমিকের বক্ষ, সকলের নেত্রব্রজ আহা
অশ্রুর বন্যায় ভাসল; শ্রুতিধর মনে মনে গেঁথে নিল সব শ্লোকমালা।

তখন বসন্তসূর্য অস্তাচলে, গুজরাট নগরী ফেলে দীর্ঘতম ছায়া
আরক্তিম দিগ্বিভাগে শেষ রশ্মিস্মৃতিছটা নিঃশব্দ ক্রোধের
ভ্রূকুটিতে লম্বমান পাষাণপুরীর চূড়াতলে, বসন্তের
ব্যাকুল উদ্দাম হাওয়া, পরিম্লান চতুর্দিকে সুচারু বৃক্ষের
দীর্ঘ সভা, পাখি নেই, সমস্ত প্রকৃতি তীব্র ব্যথায় কাতরা।

মৃত্যুর মতন স্তব্ধ বধ্যভূমি বিল্‌হনের চোখে
অপরূপ মনে হল; সান্দ্রকণ্ঠে তার শেষ শ্লোক
উচ্চারিত হল; দুটি চোখ মেলে নীরব আকাশে কবি তার
পরিচিত কালপুরুষ ছায়াপথ কেমন স্থবির
কেমন বিবিক্ত, দেখে, দাঁড়াল সহসা
সপ্তঘাতকের চোখে নামল জল।

শেষ শ্লোক মনে গেঁথে প্রধান ঘাতক সেই ঘাতকবৃন্দকে
প্রতিনিবৃত্তির অনুরোধ করল, তারপর দ্রুত বৈরিসিংহের নিকটে
গেল, রাজা সেই শ্লোক শুনল, তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে
কিসের আঘাত লাগল, সিক্ত হল পক্ষ্মরাজি, জড়িভূত কণ্ঠদেশ, বলে
"ঘাতক, ফিরিয়ে আনো কবিকে এখানে, যাও দ্রুত—।"

অন্তঃপুর। চন্দ্রলেখা ভূলুণ্ঠিতা ঝটিকা আহত
ভীরু ব্রততীর মত। বৈরিসিংহ স্নেহসিক্ত কণ্ঠস্বরে তার
স্নেহের পুত্তুলি কন্যাকে ডাকল; আচম্বিত চন্দ্রলেখা শুধু
সজল দু'চোখে দেখল পিতা, আরো আশ্চর্য বিস্ময়ে
লক্ষ্য করল তারও চোখে জল কাঁপছে, বেদনামথিত কণ্ঠস্বর ঃ

চলো কন্যা, চলো আমরা কবিকে ফিরিয়ে আনি চলো।"

ধুলোতে বালিতে

কথা বলে ব্যথা দিই কথা বলে ব্যথা দিই শুধু
নিঃশব্দে শিশির তাই সারারাত চোখের পাতায়
দিকে দিকে নেমে আসে স্নেহার্ত আকাশ নিচু হয়ে
আমার ঘুমন্ত মুখে এসে লাগে শুশ্রূষার আভা।

আমারই বিষণ্ণ দিন রাত্রিগুলি প'ড়ে আছে পথে
আমারই সত্তার সব সমর্পণ পায়ের পাতায়
সৈকতে সমস্ত চিহ্ন ঢেকে গেছে বালির পরতে
শুধু অন্ধ ভেঙে পড়া আছড়ে পড়া অশান্ত এখনো

লেখো আর ছিঁড়ে ফেলো হাওয়াতে কাগজকুচিগুলি
উড়ে উড়ে মিশে যায় পথে পথে ধুলোতে বালিতে
মনে পড়ে ছাপা হত মনে পড়ে কাঁপা কাঁপা হাতে
পড়া হত দুজনের ব্যক্তিগত পাঠের আসরে

মনে রেখে লাভ নেই মুছে ফেলে লাভ নেই কোনো
এভাবে অনেক দূরে চলে এসে লাভ নেই, শুধু
ধূধূ মাঠ হুহু হাওয়া ধুলোর ঘূর্ণিতে
জন্মের মৃত্যুর ছেঁড়া পাতা উড়ে উড়ে উড়ে যায়

তুমি জানো কোনোদিন লোভে প'ড়ে যাইনি কোথাও
তুমি জানো কোনোদিন লোভে ঝ'রে পড়িনি কখনো
তবু তা দেখাও কেন বার বার? আমাকে কী দেবে?
আমার ঐশ্বর্য দেখ অনিঃশেষ থরে থরে সাজানো কেমন।
তুমি সব জানো। ওরা হাসে। আমি ততো স্থির একা হয়ে যাই।

এখনো তোমারই কাছে মাঝে মাঝে যাব ব'লে ভাবি।
এখনো তোমার কাছে? কোনো মানে হয় না তা জানি
তবু মনে পড়ে যায় ঃ সুগন্ধী পাথর নীল জল
হুহু হাওয়া শাদা ধুলো পায়ে চলা একা একা পথ
সুদূর সুদূর ঢেউ আকাশের গ্লানিহীন নীলে—।
এখন যাবার কোনো মানে হয় না যে তাতো বুঝি
তবু মনে পড়ে যায় ঃ ছলনার টলোমলো রাত
রাতের ব্যাকুল জল আতুর অধীর চতুরতা।

কিছুতেই দেবে না সে। মিছেমিছি কাছাকাছি যাও।
একথা কবেই জেনে কানে কানে ব'লে গেছে হাওয়া।
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেঘ জানিয়েছে ছুটে চলা জল।
তুমি কি বোঝোনি কিছু? তবু যাও ভুলের নিয়মে।

পাতারা কোথায় যায়? ছেঁড়া খোঁড়া হলুদ পাতারা?
জীবন কোথায় গিয়ে অবশেষে মেশে একদিন?
কে যেন বিহ্বল কণ্ঠে বলেছিল ঃ দেখেছি দেখেছি
কে যেন মিনতিমাখা স্বরে কাকে ডেকেছিল, জানো?

কিছু না হওয়ার হাল্কা ফাঁপা বুকে কেঁপে আসে সুর
বলতে না পারার দুঃখে ভ'রে আসে চোখের তিমির
দেখা না পাওয়ার কোনো দুঃখ নেই? ছুঁতে না পারার?
বস্তুত দুঃখের কাছে চুপ করে প্রপন্নার্তিগুলি।

তার কাছে ছিল, সে তো নেই, তাকে খুঁজেও পাবে না
একটি নিঃসঙ্গ চিল একটি নির্জন শাদা পথ
একটি বালির নদী জানে তাকে হয়তো ব'লেও দিতে পারে
এ শহর ছেড়ে যাও দয়ামায়াহীন এই দেশ ছেড়ে যাও

একজন বন্ধু এলে ভালো লাগতো চুপচাপ ব'সে
দেখা যেত কত দূর উঠে আর নেমে গেছে এখানে আকাশ
কেমন ঝর্ণার জল সহসাই থেমে গেছে বহু নীচে নেমে
প্রকৃতিস্থ প্রকৃতিতে স্থির হয়ে আছে একা সঙ্গীহীন নারী

যেমন গড়িয়ে যায় অবেলার রোদ্দুরের জল মাঠে মাঠে
যেমন জড়িয়ে যায় মেঘে মেঘে বিষণ্ণ করুণ ম্লান স্মৃতি
যেমন ছড়িয়ে যায় মুঠো খুলে দিনের সঞ্চয় চারপাশে

তোমার হাসির গন্ধে শব্দে স্পর্শে অপরূপ রূপ

যাইনা কি, যাই, বসি, কিছুই বলি না, ফিরে আসি
এই যাওয়া ফিরে আসা ধ'রে থাকে দু'হাতে আমার
সমস্ত দিনের ভার জলভার অগ্নিভার ধুলোবালিভার
সন্ধ্যায় নদীর জলে একে একে নিঃশব্দে ভাসাতে

নিঃশব্দে লিখিয়ে নেয় সব ধ্যান সমস্ত ধারণা
সত্তার নির্যাস নিংড়ে অনিমেষ জাগ্রত জীবন
আমি পড়ি আর ভাবি এসব কোথায় ছিল? একি!
যে লেখে সে আমি নয় মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যায়

মাঝে মাঝে দেখা হলে পরস্পর হেসে উঠি শুধু
আকাশে তারারা কাঁপে মাটিতে রোমাঞ্চিত ঘাস
জন্মের মৃত্যুর মাঝে যে স্বপ্ন, টলমল করে ওঠে
মাঝে মাঝে দেখা হলে পৃথিবীতে বসে যায় মেলা

দূরত্ব কোথায়? এত কাছে যে তা শুনে হাসবে তুমি
আমিও একথা ভেবে হেসে মরি। তবু পড়ে বেলা
তবু ছায়া দীর্ঘ হয় কোথায় হারিয়ে যায় সব
যায় কি? তাহলে কেন ফিরে ফিরে একে একে আসে!

কে আসে? বৃষ্টি কি এত রাতে একা এতখানি পথ
ভিজিয়ে ভিজিয়ে আসবে? দুঃখ? এত রাত জেগে আছে?
শীতের তো আজ রাতে কোনোমতে আসার কথা না!
তুমি! আমি তোমাকে তো—; এসো এসো ঘরের ভিতরে—

ঘরের ভিতরে এসো বাইরে বহুদিন গেছে, শেষে
মাটির আশ্রয়টুকু, ভালো লাগে সন্ধের বিশ্রাম
সন্ধের বাতাস জল মেদুর মাদুরে শুয়ে থাকা
ঘরের ভিতরে এসো বাইরে খুলে রেখে জুতো জয়

এ যদি আশ্রয় তবে হাওয়া কেন এত এলোমেলো?
তারারা আগুন নিয়ে খেলা করে কী কারণে আজ?
নীল খেতে পড়ে থাকে পালক রক্তের দাগ ছাই?
এ যদি আশ্রয় তবে তুমি কেন এসেছিলে চলে গিয়েছিলে?

কোনো কথা ছিল না তো! যা খুশী যেমন ভাবে খুশী
চ'লে যাব এই ইচ্ছে; দুঃখ সুখ কখনো দেখিনি
শান্তি অশান্তির বাইরে আজীবন খুঁজেছি তোমাকে
এই কষ্ট এই কষ্ট এই মাত্র কষ্ট; কথা কিছুই ছিল না

এগুলি খড়ের কুটো কুটোর নিয়মে উড়ে যায়
উড়ে উড়ে যেতে যেতে হয়তো তোমার গায়ে লাগে
তোমার পায়ের তলে প'ড়ে যায় মণি আর মুক্তোর ভিতর
হাতে তুলে নিতে নিতে দুটি চোখ ভেজে না কি জলে?

কিছুই কি মনে নেই? এই তো পথের ধারে বাড়ি
যেতে যেতে জানালার অন্ধকার চোখে পড়তে পারে
যেতে যেতে দরজার হা হা-টুকু চোখে পড়তে পারে
যেতে যেতে এ ঘরের সেতারের শব্দ রাতে কানে বাজতে পারে

এরকম করে কেউ যেতে পারে? আমরা জানি না।
অথচ প্রেমিক বলো? প্রেমিক সংঘের সভাপতি?
প্রেমিকের সংঘ হয়? ভোট হয়? সেক্রেটারি হয়?
গণমুখী হে প্রেম, হে মহান বিস্ময়, সবই হয়!

চলো তবে পার হই সাঁওতাল পরগণা হেঁটে হেঁটে
চলো তবে পার হই ছোটনাগপুরের মালভূমি
চলো পার হয়ে যাই ক্রান্তিসূর্যে জরো জরো দেশ
এসো হাতে হাত রাখি কানে কানে বলি চলো চলো

এ পাহাড় ততখানি পাথরের ব'লে মনে হয়?
এ নদী কি ততখানি সহমৃতা বালির চিতাতে
এমন ঝর্ণার জলে তুমি কেন পিপাসা দেখাও?
চূড়ায় ওঠার আগে এসো দেখি দুজনের চোখ।

কতদিন মুখোমুখি সেরকম নীরবে বসি না
দেখিনা ছুঁয়েছে গিয়ে মেঠো পথ আকাশের হাত
একটি বা দুটি তারা ফুটি ফুটি করেও ফোটে না
হাওয়া চুপি চুপি কী যে বলে ক'রে লজ্জালাল তোমাকে আমাকে

এখন সে মাঠ নেই মাঠের হৃদয় নেই সন্ধেও আসে না
ডাকে না ফেরার পাখি ঝিঁঝি পোকা ঘাসেদের বনে

কাঁপে না তারারা জলে ভেজে না ভাসে না দুটি আত্মহত্যাকারী
বহুদিন আর কোনো অন্ধ অনিমেষ স্তব্ধ কোজাগর নেই

অপেক্ষার চেয়ে থাকা সেই অপরাহ্ন দেখ লেগে আছে মেঘে
সুদূর আকাশলোকে, আজ তাকে ছোয়া যায় না সখি
আজ তার সে সোনার তারে তুমি আঙুল রাখবে না?
শোনাবে না নদীহীন এই দেশে সে মল্লার অন্ধকার মাঠে?

আমাকে গোপন করো ঢাকো তুমি তোমার মল্লারে
বহুদিন বৃষ্টিহীন সন্তাপে অধীর পিপাসায়
কত যে জন্মের ভার কত যে মৃত্যুর ভার বহন করেছি
ক্লান্ত অবসন্ন মেঘ ম্রিয়মান আমাকে আচ্ছন্ন করো তুমি

রয়েছে পালক ছাই রক্তদাগ বোতলের ছিপি
ইতস্তত ভাঙা কাঁচ অসাবধানীর অন্ধকার
বটের ঝুরির তীব্র গুহামুখে দুঃখের অন্তিম বিন্দুগুলি
সকালে নির্মল নীলে উড়ে যায় অলৌকিক ডানা

ওদের কী অধিকার? ওরা কি দীক্ষিত? নষ্ট করে—
তোমার মদতপুষ্ট, কলঙ্কে আচ্ছন্ন, যেতে দাও
যতদূর যেতে পারে—গমকে গমকে জমে নাচ
সারি সারি ছায়ামূর্তি প্রেতমূর্তি কঙ্কাল মিছিল

কোনো সামঞ্জস্য নেই; না থাকুক সুন্দর, আমার
হে উজ্জ্বল অপব্যয়, হে অমোঘ, অনিবার্য, এসো
বাণীহীন কানে কানে ব'লে যাও রেখেছো আড়ালে
আমার সত্যের মুখ আমার নিজের শিরা ব্যথিত হৃদয়

ধর্মের কাহিনী শুনতে দলে দলে নিশিকুটুম্বেরা
এসেছে শালুর তলে, কেউ বাজাচ্ছে না, তবু ঢাক
তুলেছে আওয়াজ—ঢাক ধর্মেরই তো, নিন্দুকেরা বলে
উল্টোপাল্টা কথাবার্তা ঃ চলো যাই একপাশে বসি

মাতাল না হলে ঠিক জমবে না জমাতে পারবে না কবিসভা
দাঁতালও না হলে ঠিক জুত হবে না কবিতাপাঠের ও আসরে
বোধবুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান যত না থাকে তা তত মজবুত নিশ্চয়
সবচেয়ে ভালো, লিখলে ঃ হেসে উঠল সাইকেলটি আমার

চুপ করেই থাকি, শুধু মাঝে মাঝে বাচালতা এসে
ঠিক আমার বন্ধু নয় অথচ দেখেছি তার চোখ
আমাকেই খুঁজে ফেরে ভিড়ে কোলাহলে কিনারায়
অনেক বেলায় ঘুম ভেঙে দেখি সে ঘুমিয়ে পাশের চেয়ারে।

আমি কি নিজেরই কথা বলি শুধু ইনিয়ে বিনিয়ে?
তাহলে তোমার চোখে চিক চিক করে কেন জল?
পাখিটি বানায় বাসা ঠোঁটে করে আমারই লেখার
ভাঙাচোরা বর্ণমালা নিয়ে গিয়ে, আদরে ওড়ায় শান্ত হাওয়া!

আর তার নাম বলে আর তার নাম বলে পাখি
আমি কি শেখাই তাকে? মনে তো পড়ে না কোনোদিন
বুকের খাঁচায় বসে বলে নাম; চোখে আসে জল—
সবাই ঘুমিয়ে গেলে চুপি চুপি কাছে আসে থাবা

এগুলি প্রদীপশিখা জ্বালি আর জলেই ভাসাই
ব'সে থাকি অন্ধকার নদীর কিনারে বহুদিন
কেন যে হয় না কিছু মনোমত, আমিও কি কারো?
সহস্র শিখায় স্রোত ধাবমান সনাতন অতলসাগরে

যদি এসো কথা বলব নিচু স্বরে পথে যেতে যেতে
নদী বন টিলা ছাড়া কিছু নেই দিগন্ত অবধি
ঝাপসা রেখা ছাড়া কোনো ছবি নেই সারি সারি ঢেউ
পাথরের পাথুরে মাটির কোনো শস্য নেই উর্বরতা নেই

আর উত্তেজনা হয় না, সব শান্ত, ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে
চোখের স্নায়ুতে আর সংবেদন হয় না, আর কেউ
এলো বা এলো না তার সুখ নেই দুঃখ নেই এমন শীতল
ঠাণ্ডা পাথরের পথ শব্দহীন শুধু হেঁটে চলা

প্রলাপে জড়ানো পথ, এত স্তব্ধ! তোমারও বয়স!
রেখেছো দু'হাত মেলে কালো ছায়া মুছে ফেলে স্মৃতি
আমিও মুছেছি তবু দু-একটি ঘুমন্ত নীল টিলা
দু-একটি আচ্ছন্ন ছায়া অভ্র ঢেউ লেগে আছে দেখ

আমাকে যে বলে এসে যতই না শুনি সজলতা
আমাকে যে বলে এসে যতই না শুনি কাতরতা

মনে রেখো মনে রেখো মনে রেখো সারারাত ব্যাকুল মর্মর
আমার কি আর সেই মন আছে, এই নাও তোমাকে দিলাম

উপেক্ষা কোরো না দেখ প্রতেকেই এনেছে আগুন
নিজেকে আড়াল ক'রে হাতে হাতে এনেছে সমিধ
বস্তুত তোমার কোনো নিজস্ব একক বলে কিছু নেই জেনো
'ঋণী নই' এত বড় স্পর্ধা নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না

যা কিছু ঋষির তাই ফেলে দেবে ভাসাবে গঙ্গায়?
এমন মূঢ়তা যেন কোনোদিন তোকে গ্রাস করে না বালক
যা কিছু আর্ষ তা তুমি মুছে দেবে বাচাল বাগ্বতে?
এর জন্যে মূল্য দিতে হবেই যাদের তারা এখনো আসেনি

সন্ধ্যা হলো। শান্ত সব। মা যাই মা যাই সব ধুয়ে।
সন্ধ্যা হলো। স্তব্ধ সব। মা যাই মা যাই কাছে বসি।
তোমার চোখের জলে স্নান ক'রে তোমার স্নেহের কোলে শুয়ে
ধন্য হই পূর্ণ হই তৃপ্ত নই—অনন্ত জন্মের সার্থকতা।

এই দেখ ফুলগুলি আবার ফুটেছে আজ সকালে কেমন
দেখ দেখ মেঘে মেঘে লেগে গেছে আজ আবার রঙ
চলেছে পিঁপড়ের সারি কীটপতঙ্গের দল আনন্দে আবার
কে জানে এ সূর্য ওঠা সফল হবে যে আজ কার

কে জানে কে এনে দেবে সহসা আমাকে ডেকে নীল পদ্মখানি
কোথায় রয়েছে সেই ছন্দগুলি যা খুঁজেছি আমি এতকাল
সেই সব শব্দগুলি যা নেবে এ ভালবাসা তীব্র মহাভার
এই মূঢ় কবি লিখবে তার কথা যে এখন গোপন সম্ভার

দেখ, অকপটে বলছি ভালবাসি। তুমি কি বোঝো না?
অক্ষরে অক্ষরে ঝরে তারই দুঃখ অন্ধমনস্তাপ
প্রকৃত শব্দের জন্যে নতজানু প্রার্থনায় এমন কাতর
নিষ্পলক ওই চোখে এত দেখ তবুও দেখ না?

এই যে কোথাও যাইনা, কারো সঙ্গে মিশি না, বলো তো
কেন? স্বেচ্ছানির্বাসন? যদি তুমি এসে ফিরে যাও
আমাকে না পেয়ে; তাই ব'সে থাকি ব'সে থাকি ঘরে
প্রণামের মতো দিন রাত্রি মাস স্তব্ধ হয়ে থাকে চরাচরে

আজ সারাদিন থাকব দরজায় দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে
আজ সারাদিন গাঁথব ভোরের কুড়োনো ফুলগুলি
আজ সারাদিন বসাব সমস্ত পথিককে ডেকে ডেকে
যেও না যেও না তোমরা আজ সব অবসান আরম্ভ এখানে

মনে মনে একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত এখনো, বাইরে যা কিছু কেবল
তীব্র অভিমানময়, তুমি জানো, তুমি ঠিক জানো আমি জানি
তাই যত কিছু রোজ দু'হাতে ভাসাই ফিরে আসে
চতুর্গুণ হয়ে, ঘিরে থাকে নীল ব্যথিত তোমার ভালবাসা

এবার সহজ করে দাও সব, শিকড়ে শাখায় গ্রন্থিগুলি
খুলে দাও, বহুদিন জটিল ঝুরির পাকে পাকে
দম বন্ধ, খুলে দাও, একবার বুক ভরে টেনে নি বাতাস
একবার শুনি সেই অনন্তের কেন্দ্র থেকে সহজিয়া সুর

চুপ করো থামো দেখছো ধীরে ধীরে আলো নামছে নীচে
হাওয়ার চন্দন গন্ধ শব্দ উঠছে অনাহত ধ্বনি
অনির্বচনীয় এক আনন্দে প্লাবিত হচ্ছে সব
প্রণতিমুদ্রায় স্তব্ধ চিত্রার্পিত পৃথিবী কেমন

সামান্য পতঙ্গ জানে কীট জানে তুমিই জানো না?
অথচ স্পর্ধায় যাও মাড়িয়ে সদম্ভে হেসে ওঠো!
শান্ত হও, নত হও, শ্রদ্ধাবান হও, দেখবে কেমন সহজে
ভোরের ঘাসের শীর্ষে টলোমলো শিশিরও শেখায়

দেখবে সহজে সব ফুটে ওঠে সরোবরে পদ্মের মতন
দেখবে সহজে সব ভেসে আসে করুণার জাহ্নবীর জলে
দেখবে সহজে সব পাওয়া যায় শেষ হয় এত অন্বেষণ
শুধুমাত্র সমর্পণে শরণাগতিতে শুদ্ধ আন্তরিক হলে

কেমন সহজ শান্ত বিশ্বাসপ্রবণ এ সকাল
মাঠে মাঠে হৃদয়ের ধেনু চলাচল একা মরমী রাখাল
মেদুর আকাশতলে চেয়ে থাকে সুদূর আকাশে—
কালের কুটিল গতি স্তব্ধ করে দুটি নীল ওষ্ঠপুটে হাসে

আমার ছুটির স্তব্ধ দুপুরে কি দেখা হবে তবে?
তাই চুপিসাড়ে মেঘে ছায়া নেমে ঢেকেছে নদীকে

ছুটোছুটি ফেলে হাওয়া বৃষ্টিকে ডেকেছে এসো এসো
সমস্ত ফুলের গন্ধ ঢেলেছে অশ্রুর মতো মৌন আকাঙ্ক্ষায়

এ কখনো পূজা নয় এ কখনো পূজা হতে পারে?
তোমার ক্ষমার মতো এই নদী আমি অবগাহনের লোভ
কী ক'রে যে সংবরণ করি! যদি এ দেহ তাহলে শুদ্ধ হতো
যদি পূজকের পদে বৃত হওয়া যেত! দাও পৌরোহিত্য দাও

স্বতন্ত্র পুরাণ থেকে উঠে এসে এইভাবে তছনছ করেছো
আমি বৈষ্ণবের রসকলি আঁকব এই দেহে স্বপ্নেও ভাবিনি
কলঙ্কের জলে ভাসছে নীল পদ্ম এক একটি সোনার পাপড়ি মেলে
আমার উন্মাদদশা অর্ধবাহ্য ঈশ্বরের দিকে ছুটে যায়

নৌকো খুলে দাও মাঝি ওই দেখ এসেছে জোয়ার
কঠিন সত্যের জল তীর ছুঁয়ে ছলাৎছল মন্দিরের সিঁড়ি
মৌহারীতে দমবন্ধ সুর খেলছে অন্ধকোজাগর
আমাকে বুকের মধ্যে তুলে নেবে দেরি হলে অসম্ভব দেবী

যতো বলব ততো একা ততো জনশূন্য হবে পথ
একান্ত আমার আর নেমে আসবে একটি বিকেল
বিপুল বৈভব নিয়ে ঢেলে দেবে সন্ধ্যার আঁচলে
প্রথম চুম্বন এঁকে ডুবে যাবে এ প্রেমিক নক্ষত্রের জলে

সমস্ত পাতারা আজ উড়ে উড়ে মন্দিরের চাতালে পড়েছে
আজ সব দেবতারা ঈশ্বরাভিমুখে ভেসে যায়
ঈশ্বর স্বয়ং কিন্তু মন্দিরের থেকে দূরে নির্জন নারীর
শরীর গ্রহণ করে ধরিত্রীকে কৃতার্থ করছেন

অপমানগুলি নিয়ে একা একা ঘরে ফেরা মানুষের কাছে
স্খলনের ডালি নিয়ে একা একা চ'লে যাওয়া দেবতার কাছে
আমার ঈশ্বর দেখ গিয়েছেন, দেবতা মানুষ পাশাপাশি
আবার বিশ্বাসে ভর ক'রে এই পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছেন

এক একটি বুদ্ধের জন্যে এ পৃথিবী পাপ করে পরিতাপ করে
এক একটি রামকৃষ্ণ ঠিক কামারপুকুর থেকে আসে
অক্ষয় বটের তলে দলে দলে জমে সব দেবতা মানুষ
ভাঙা পাথরের থালা হুঁকো কলকে হাতে এক বাউল আসবেন

যে কোনো বাউল দেখলে খুঁজি হাতে হুঁকো আছে কিনা
ভাঙা পাথরেরর থালা আলখাল্লা পথেই হাঁটছেন
বাঁকুড়া না বর্ধমান—কী জানি—আমিও পথসার
এবার না দেখা হলে আমাকে আবার আসতে হবে

প্রার্থনাসম্ভব রাত্রি শাদা জ্যোৎস্না মায়াগন্ধরাজ
একটি কিশোর একলা ভেসে যায় গন্ধেশ্বরী জলে
ইড়া পিঙ্গলায় পদ্ম সুষুম্নায় পদ্ম সে জানে না
সে জানে না সহস্রারে শক্তি বিপরীত মুদ্রা আনন্দে শেখায়

সে জানে না দিতে হয় মাথার মুকুট মুক্তোমণি
সর্বস্ব নিজেকে শুদ্ধ—শূন্য ক'রে—তাই সেই ব্যথা
আনন্দের অবসাদ ঘুম ফের জেগে ওঠা দ্বিতীয় চুম্বনে
আবার টলমল করে নীল বিষ ভয় পায় অমৃতকিশোর

সন্ন্যাসী শেখায় সব নিজে হাতে দীক্ষিতকিশোর
অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় দ্রুত ঊর্ধশ্বাসে পৌঁছে অন্তিম শিখরে
দুরূহ রাত্রির সিঁড়ি নীচে নামতে নামতে থেমে যায়
অনন্ত শূন্যের মুখে ঃ হেসে ওঠে মহামেঘপ্রভা

স্বাবলম্বী নারী এক হাতে ধ'রে ধীরে ধীরে দূরে
নিয়ে গিয়েছিল, তার জ্যোতির্ময়তা ভেঙে বিষণ্ণ কিশোর
বলেছিল, ফিরে চলো, বলেছিল, এত অতীন্দ্রিয়
স্নায়ু ব্রণহীন দেহ! সমুদ্র উত্তাল করে হেসেছিল নারী

আমি সে হাসির টুকরো কুড়িয়ে রেখেছি কুঠুরিতে
ধ্যানের ভিতরে তার লোলজিহ্বা ভ্রূমধ্যের চোখ
ব্যক্তিগত কিছু অংশ দেখে মুগ্ধধারণা করেছি ঃ
পুরাণে পুঁথিতে তীব্র সংহিতার কিছু নেই কোনো কিছু নেই

আনন্দের অন্ধকারে ঢেকে রেখে প্রার্থনাগুলিকে
চড়ুইপাখির মতো খেতে দাও সামান্য কয়েকটি শস্যদানা
তাতেই হেউ ঢেউ আমি শুয়ে থাকি পথতরুতলে
ঘুমোই, ঘুমন্ত মুখে জ্যোৎস্না দিয়ে মুছে দাও ভয়

সবই কি শিখিয়ে দেবে? আমি নিজে নিজের কথা কি
কখনো বলবো না? দেখ আমারো তো সুখ দুঃখ আছে

মান অপমান আছে ক্ষিধে তেষ্টা—অন্ধকার গোপন গহ্বর
অন্ধস্তাবকতা চিরকাল ভালো? কা তে স্তুতি? স্বতন্ত্রা হবে না?

তাকে তো দেখছি না যাকে একদিন সমস্ত বিশ্বাস
দু'হাতে উপুড় করে দিয়েছিলে? গোধূলির আলো
নিস্তব্ধ দাঁড়ালো এসে পাথরে স্পন্দিত হলো ছায়া
জলের নূপুর থেকে শব্দ হলো—সে কোথায় সে কোথায় আহা

কেউ কি দেখেছে তাকে? রুখু চুল পাজামা পাঞ্জাবী?
অন্যমনস্কের ছন্দে হেঁটে যাওয়া পথের ধুলোতে
টুকরো টাকরা দুঃখ ফেলে ব্যথা ফেলে স্বরবৃত্তে কখনো পয়ারে
কেউ কি ডেকেছে তাকে ডুবে যেতে দেখে রাত্রে তারার আগুনে

চেয়ে দেখ জ্যোতির্ময় ভিখিরীর হাত থেকে ঈশ্বর আমার
কেমন সুন্দর ভাবে হাত পেতে ছেঁড়া রুটি গ্রহণ করছেন
কেমন সহজে দেখ চলেছে নির্ভয় কীট তাঁরই দিকে স্থির
জন্মের মৃত্যুর মালা আমাদের, দেখ দেখ, নিজে হাতে ধারণ করছেন

ঈষৎ জানার ইচ্ছে মাত্র তিনশ লক্ষ জন্ম চোখে পড়ল সব
চলচ্চিত্র ঃ শূকরের আর্তনাদে চোখ বন্ধ দেখবো না দেখবো না
এত সত্যি আপ্তবাক্য! ঠাকুর, তোমাকে তবু অবিশ্বাস হয়!
লীলা নাটকের সূত্রধৃত হস্ত, বন্ধ করো, তুমি ছাড়া কখনো আসবো না

কোথায় শরীর পাবে? কে দেবে প্রবেশ করতে? আর তা না হলে
কী করে মেটাবে ক্ষিধে তেষ্টা বলো তাই বারংবার আসা যাওয়া
তাই তিনশ লক্ষ বার উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্ম পাথর ও আগুন
যদি শেষ করে দাও শুষে নেব অন্তহীন ক্ষুৎপিপাসাকাতর শিকড়ে

আমাকে পোড়ায় বৃষ্টি, বৃষ্টিতে কি তাহলে আগুন
চুরি করে রেখেছিল কেউ আর নিয়ে যেতে পারেনি সে এসে
ছুটেছে জন্মের ধারা স্রোতোপথে ফিনকি দিয়ে গোপন গহ্বরে
সেখানে কী তবে কেউ ব'সে আছে মেটাতে এ শরীরের ক্ষিধে!

পিপাসা মেটে না তাই এত জল তবু অন্ধ আতুর এ দ্বীপ
আদিম জেগেই থাকে জেগে থাকে শুষে নিতে শিরায় শিকড়ে
আমি শেষ অগ্নিময়, এত জল, তিন ভাগ, তবুও
পিপাসা মেটে না তীব্র জেগে থাকে আদিম গম্ভীর

বৃষ্টি পড়ছে, নদী নেই! বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, নদী নেই!
তা কী ক'রে হতে পারে? বৃষ্টিতে বিদ্যুতে
নদীর শরীর থেকে ঝলকে ঝলকে উঠে সোনা
আমার সত্তার সঙ্গে মুখোমুখি হতে গেলে অনিবার্য নদী

বৃষ্টির সন্ধ্যার সঙ্গে লেগে আছে আমার শৈশব
সন্ধ্যার বৃষ্টির সঙ্গে লেগে আছে আমার কৈশোর
বৃষ্টি সন্ধ্যা দুজনেই যৌবন অবধি পিছু পিছু
কিছু ভয় কিছু ভুল কিছু ভালবাসা নিয়ে এখনো অস্থির

পথ চিরকাল একা, ফিরে যায় সমস্ত পথিক
অনেক অনেক রাতে নেমে আসে তারাদের আলো
দেবীদের নূপুরের শব্দ, গন্ধ তাদের গায়ের নেমে আসে
এমনকি মাঝে মাঝে, যে ঘরে ফেরেনা, তার মৃতদেহ নিয়ে চলে যায়

যেই ঝুঁকে দেখে নিতে চাঁদ উঁকি মারে সেই সমস্ত পাতারা
ছায়ার আড়াল করে ফুলেরা গন্ধের স্রোতধারা
ফোয়ারার মতো ঢালে হুহু হাওয়া লুকোয় ওদের
এখানে সেখানে তীব্র অসাবধান গুলি সহ আপন আমাকে

খেয়েছো সহস্র মুখে চিরকাল মাত্র দশ আঙুলে
নিয়েছো সর্বস্ব মাত্র তিনটি পায়ে পাতাল অবধি
স্ফটিক স্তম্ভ ও স্তম্ব—সর্বত্র পরিধি লুব্ধ লোক
কেবল আমাকে রেখে বাইরে দূরে স্পর্শের অতীত

মৃত্যুর নিকটে গেলে অন্ধকার সমুদ্রসম্ভব স্বপ্নগুলি
শৃঙ্গারখচিত রাত্রি অনুচর সহ প্রেতায়িত
নেচে ওঠে ঝমঝম গুঁড়ো গুঁড়ো জন্মের পাথর
ভঙ্গুর ভৃঙ্গারে হাসে আত্মঘাতী কুটিল বিশ্বাসে

সমস্ত বাঁকুড়া জুড়ে খরা, জ্বলছে বালির চিতার নদীগুলি
পাহাড়ে টিলায় দগ্ধ প্রান্তরে অরণ্যে মৃত লতাগুল্মজাল
কোথাও মেঘের ছিটেফোঁটা নেই রস নেই দারুণ দহন
একটি ভয়ের গল্পে পেঁচা ডাকে শব্দ করে বাদুড়ের ডানা

ঘুমন্ত বইয়ের গাঢ় নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে কাটে রাত
গল্পের গভীর গন্ধে নিষ্ঠুর তত্ত্বের আলোড়নে

ছায়াপিণ্ড অধ্যাপক, মুণ্ডহীন সমালোচকের
ধাতব তর্কের বাইরে সারি সারি বইয়েরা ঘুমোয়

সমস্ত গল্পই তার বানানো। বস্তুত দুঃখ সুখ
ছুঁতে পারেনি যে তাকে। নিজস্ব কাহিনী ছিল না তো
তোমরা হাঁ করে গিলে ব্যর্থ মনস্তাপে এসেছিলে
রূপকে প্রতীকে তীব্র চিত্রকল্পে সবই ছিল তোমাদের কথা

সম্পূর্ণ হলো না ছবি জলে ধুয়ে গেল ব্যর্থ রঙ
রোদ্দুরে বিবর্ণ হলো গাঢ় নীলবর্ণ পটভূমি
তুলিতে লুকোনো কালি কণ্ঠলগ্ন শুভ্র পিপাসায়
ধুলো আর বালি আর ঝরাপাতা ভরেছে ইজেল

ব্যস্ততম দিনগুলি ঘুমন্ত রাত্রির ঘন অন্ধকার চুলে
দু'হাতে লুকিয়ে রাখে ভাঙা স্বপ্ন দুমড়ানো জীবন
মৃগয়াচতুর ধূর্ত যৌবনের জটিল গল্পের রেখাগুলি
লুকিয়ে সমস্ত কিছু দেখে নেয় বিপজ্জনক আলোছায়া

সে এই শরীর নেবে, নেবেই, তা এড়াতে পারবো না
তাই একটু একটু করে স'রে যাচ্ছি, আমাকে আবার
যদি ফিরে আসতে হয় তার হাতে আরো তুলে দিতে
আমার পোশাক, আমি কেঁদে বলবো নাও না আমাকে

সে কি এ পোশাকই নেবে? নাকি এই রক্তলাল মেঝে
মায়াবী শঙ্খের সিঁড়ি সন্ধ্যার অকূল নীল ছাদ
তারার আকাশ এই নারকেল গাছগুলি সহ পূর্ণিমার চাঁদ
গন্ধরাজ লেবুতলা বুলু রাকা বাবা রেবা সবই!

আমার বন্ধুরা কবে চ'লে গেছে। দুটি একটি ছেঁড়া জীর্ণ চিঠি
দুটি একটি স্মৃতি ভাঙা দুমড়ানো দিনের ছবি টবি—
এছাড়া বাকি তো নীল গাঢ় শূন্য পর্যাকুল নীল
আমাকে এগিয়ে দেয় প্রতিদিন ওদের পথেই হুহু হাওয়া

প্রতি মুহূর্তেই আসছে গুঁড়ি মেরে পায়ে পায়ে পথে
উদ্যত কুঠারে ছলকে ছিটকে পড়ে রহস্যের ছায়া
হঠাৎ দাঁড়াবো ঘুরে? অস্ত্রহীন, হঠকারিতা হবে?
একটা জান্তব ধারা শিরদাঁড়ায় পাতাল অবধি

ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। অস্ত্র এই রক্তধারা আজ
অস্ত্র এই শক্ত হাত দীর্ঘরাত ধ্যানস্থ চিত্তের
নিষ্কম্প মৃণালে স্থির ফুটে ওঠা ব্রহ্মকমলের
অন্তর্নিহিত শব্দ গায়ত্রীর সক্রোধ হিস হিস

কী করে ফেরাবো চোখ? আমাকে গৈরিক বজ্রে সুরক্ষা দিয়েছো?
আমার দু'হাতে নখ দাঁতে ধার অভ্যাসে প্রলুব্ধ সুপ্ত ক্ষিদে
আমাকে গৈরিক ত্রাণে বাঁচিয়েছ? কী করে ফেরাবো এই চোখ?
তুমি নিজে বিষভর্তি ফণা তুলে অত ঝুঁকে সম্মুখে দাঁড়ালে?

শরীর অবশ আর দাঁড়াতে পারছি না দাও একবার ছোবল
দেখ বাড়ছে হুহু রাত সকালের দিকে সূর্য দেখে নেবে সব
একবার আচমকা ঝুঁকে দাঁত বসাও ঢেলে দাও টলটলে গরল
সর্বাঙ্গ জ্বলুক তীব্র কৃষ্ণবিষে দেখ আর সামলাতে পারছি না

আমি দেখতে দেখতে ঠিক মিশে যাবো পাকে পাকে জড়াবো নিজেকে
ওই ভয়ঙ্কর সাপ আমি নিজে গায়ত্রীর ছন্দে বেঁধে এনেছি যে সখি
ও আমাকে রাত হ'লে অদূরে দাঁড়াতে ব'লে অনির্বচনীয়
যে ছন্দে লেখায় লিখতে প্ররোচিত করে তা তো স্বতন্ত্র পুরাণ

যেই একটু বাড়ে রাত হাওয়া উঠে চাঁদ ডুবে বুক জুড়ে তক্ষক
ধীরে ধীরে কুয়াশার নীল জাল জড়ায় পাহাড়শুদ্ধ নদী
সর্বাঙ্গে উত্তাপ জ্বর যেন একটা হিস হিস শব্দের
চেতনা আচ্ছন্ন করা কার ক্রোধ গুণ্ডনিয়া ডাকবাংলো খাবে

ডাকবাংলো খায় খাক উগরে দেবে ভোরের আগেই
যদি আমি বেঁচে থাকি এত জ্বরে পাহাড়তলীতে ডাকব তাকে
যে আমার ঔদাসীন্যে ডায়মণ্ড পার্কের বাড়ী যেতে
আর লেখেনা অন্ধকারে ফেলে যায় না পদ্মরাগমণি

গা ছুঁয়ে দেখিনি তার রোদের মতন রঙ হাতে লাগে কিনা
কতোকাল হয়ে গেল আজও তা ছড়িয়ে আছে প্রতিদিন মাঠে
প্রতিটি সোনার ধানে ঃ কোনোদিন পা ছুঁয়ে দেখিনি
প্রণামের মতো স্নিগ্ধ স্তব্ধতায় আনন্দ-আকাশ ছিল কিনা

বস্তুত চাষীই তিনি। আজ আমার সোনার ফসল
গোলায় খামারে উপচে পড়ে। বড় ইচ্ছে করে তাঁকে

কোজাগর পূর্ণিমায় ডেকে আনি, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন
পরমান্ন নিবেদন করি তেমনি কাছে বসি তালপাতার পাখাখানি হাতে

তেমনি কাছে ব'সে থাকি ব'সে থাকি দুটি একটি কথা
জ্যোতির্বলয় তলে ভেসে যাক অনন্তে অম্বরে দিকে দিকে
তেমনি অলৌকিক রাত নেমে যাক রোমাঞ্চিত মাটিতে মাটিতে—
ইচ্ছে করে—একদিন, কংসাবতী, ফিরে পাই ব্যথিত পূর্ণিমা

তুমি যাকে যাকে ছুঁয়ে দেখে হেঁটে পৃথিবীতে মুক্ত ক'রে গেছ
দেখ ভুলে গেছে সব ঃ শুধু হাওয়া লুটোয় ধুলোতে
শুধু বৃষ্টি ঝ'রে যায় অন্ধকার জরো জরো ল্যাভেণ্ডার বনে
শুধু অন্ধ বধিরতা নিয়ে স্তব্ধ তীরে ব'সে থাকে এক কবি

সে লেখে প্রমত্ত কী যে সে নিজেই জানে না বোঝে না
শুধু মাঝে মাঝে তার অশ্রু ঝরে কবিতার খাতার পাতাতে
শুধু মাঝে মাঝে তার কঠিন হৃদয় মুচড়ে দুটি একটি ফোঁটা
পাতার গা বেয়ে পড়ে অন্ধকার পাথরে মাটিতে

এই শীর্ণ রোগা পায়ে আর হাঁটতে হাঁটতে যেতে পারি
এই জীর্ণ ক্ষয়া হাড়ে আর পারি দুঃখের পাহাড়
ঠেলে ঠেলে যেতে? কবে হাত ফস্কে হারিয়ে গিয়েছি
তোমার অনন্তে। ডানা গুটিয়ে বসেছি ছোট্ট নামের মাস্তুলে

পালকে পালকে ঝড় নোনা জল সাঁই সাঁই বাতাস
গা ছমঝম রাত্রি দিন যেন এ ভয়ের গল্প আর ফুরোবে না
উদ্যত অন্তিম—এই এই গেল গেল ছোট্ট পাখি
প্রবাদের মাস্তুলও কি ঝুঁকে পড়ছে অন্ধ কালো জলে?

তবে কি তলিয়ে যাচ্ছি? তবে কি নিঃশ্বাস নেই আর?
তবে কি প্রশ্বাস শেষ? তীরে আর পৌঁছানো হলো না!
এত জল এত ঢেউ এত তল কখনো দেখিনি—
কখনো দেখিনি এই অসম্ভব জলমগ্ন সাঁকো!

দূর থেকে দেখছো দেখো কাছে যেওনা এই আমি বল্লাম
কাছে গেলে নীল নেই রোদ্দুরে কর্কটক্রান্তি জ্যোৎস্নায় পাথর
বুকে মাংস ছিদ্রগুলি অসীম গহ্বর জ্বলছে সব
কাছে গেলে বহুদূর সহস্র সহস্র বর্ষ বিধুর বিরহ

এখনো আগুনে খাচ্ছে তখনো আগুনে খাবে সব
প্রতিটি প্রত্যঙ্গ—যেন অগ্নি ছাড়া এ ভুবনে জঠর ছিলো না
যেন অগ্নিসংস্কার আব্রহ্মস্তম্ব ধাবমান
ছিঁড়ে খাচ্ছে দেহ মন চিত্ত বুদ্ধি হাত পা চক্ষুকে

কখন নিঃশব্দে উঠে চলে যায় দাঁড়ায় একাকী
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থতলে আলোছায়া আলোছায়া রাত
ছায়ামূর্তি সানুচর হাওয়া নেই মরা নদী মজা খাল ভয়
কেন যায়? সেই হাত নিশঙ্ক নির্ভীক হাত এসে ধরবে বলে?

তার কোনো ফটো নেই তার কোনো ছবি নেই জন্মদিন নেই
ভাঙাচোরা অক্ষরের চিঠিগুলি? 'বহুদিন দেখিনি তোমাকে
ভালো থেকো ছুটি পড়লে পারো তো একবার ঘুরে যেও—'
ভেসে গেছে ঝড়ে জলে—এই সত্তা ছাড়া তার কোনো কিছু নেই

আমি যে নিজের হাতে চৈত্ররাতে গন্ধেশ্বরী নদীর ভিতরে
দাহকাজ ক'রে আজ খুঁজতে যাই ভস্ম শাদা হাড়
জলের গভীর থেকে আগুনের আভা এসে মুখে লাগে, সেকি
মনে করে এরও দেহ এ নদীতে দাহ হবে এ রাতে আবার?

মাকে নদী নিয়ে যাইনি দুর্গাহিড়, মা কি তাতে রাতে
তোমাকে বলেছে কিছু, বৃদ্ধ বট, তোমাকে? তাহলে
কেন একথার ভার চাপ দেয় মাঝরাতে আজও
মাকে তো কোথাও আমি নিয়ে যাইনি তাঁর কাছে ছাড়া।

তোমরা আসবে না আর আমি জানি ভুলে গেছ আমার কথাও
এর চেয়ে প্রার্থিত কী হতে পারে হে আমার জনকজননী
চিনতেও পারবে না যদি—, না না ভুল, ঠিক চিনবে তুমি
জন্মজড়ুলের মতো দুঃখ লেগে আছে দেখে এ মুখে আমার

কাল সন্ধেবেলা ঝড়ো হাওয়া ঠেলে হেঁটে হেঁটে গেছি
মাচানতলায়। কেন? এমনি। মাঝে মাঝে পথে পথে
গাছপালা ঘরবাড়ি মেঘ সাইনবোর্ড দেখতে দেখতে যেতে
ভালো লাগে। শুনতে ঃ পথ বলছে, আমি বড় একা, এখনি ফিরোনা।

বুকের উপরে দুটি পা তুলেছো সর্বাঙ্গ ঢেকেছো কেটে মাথা
কেটেছো লজ্জায় জিভ টকটকে উজ্জ্বল লাল, রুধিরাক্ত নাকি!

এ মূর্তি ধ্যানের জন্যে? তার চেয়ে লালপাড় শাড়িতে
লজ্জাপটাবৃতা ভালো এলোচুল বুকের ডানদিকে ভাঙা ঢল

স্বামীর ভিটেতে বুনছো শাকপাতা একখানি মাত্র শাড়ি
ভাঙা কাপে দুধ চাইছো পাশের বাড়িতে এলে কলকাতার ছেলে
নুন আনতে ফুরোচ্ছে পান্তা; মা আমার দুঃখের প্রতিমা
শিলা ও মুদ্‌গর ফেলে ধ্যানে আসছো বালা পরা হাতে

স্টেশনে পাকুড় গাছ। এক চিলতে ছায়া। ব'সে আছো।
দেহাতী বিহারী কুলি পা ধ'রে অঝোরে কাঁদছে জানকী মাঈ-এর
কতোকাল ধ'রে খুঁজছে খুঁজতে খুঁজতে নির্জন স্টেশনে
বিষ্ণুপুরে দেখা হল সহস্র জন্মের দ্বার সহস্র মৃত্যুর দরজা ঠেলে

আমি সে কুলির চেয়ে অধম যে জীবনে আমার
আসিনি সে সময়ে যে দেখা পাব ডাকাতেরও মতো
ধ্যান যায় ধারণা যায় পথে পথে ধূধূ হাহাকার
অনন্ত জন্মের জলে ভেসে যাই জননী আমার

এমন দিনে কি তাকে বলা যায় এই বৃষ্টিময় মেঘলা দিনে?
কী বলব? কী বলতে চাই, ব'লে দেখি ভুল, সব ভুল
শুধু দীর্ঘ ব্যাকুলতা জলমগ্ন ব্যাকুলতা উন্মাদ বাতাসে
বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে অনিঃশেষ বৃষ্টি ঝ'রে যায়

বেশিই অস্পষ্ট যাকে খুবই অল্প প্রতিভাত গম্য মনে হয়
জানার বেদনা গাঢ়তর হয় গ্রহে গ্রহে হন্যে হয়ে ফেরে
জেনে যেতে অন্তরালবর্তী সবটুকু; জানে? কখনো কি জানে?
যখনই নিঃশেষ করে তৎক্ষণাৎ শুরু হয় আবার অস্পষ্ট আলোছায়া

প্রকৃত প্রস্তাবে সব জানা যায় না, ঠিকই, ঢের গম্য হয়না, তবু
চিন্ময় চিদনুগুলি অনপেক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ তাই একটি কণাই
যথেষ্ট—নিজেকে জানলে সকলে আমলকিবৎ অন্ধকরতলে
একটি জলের ফোঁটা সত্য উন্মোচন করলে আসমুদ্র জলবৎ তরল

'যে শুধু নিজেকে দেখে সে কখনো মানুষ জানেনি।' সত্যি তাই?
যে শুধু নিজেকে দেখে সে দেখে না তার মধ্যে অন্যের যন্ত্রণা?
জাহ্নবী স্পর্শের জন্যে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর অবধি ছুঁতে হয়?
আসলে কথাটা হল তুমি দেখতে জানো কি না এবং দেখাতে।

আসল কথাটা হল, অসাড়তা জড়ের কঠিন অসাড়তা
কী করে বাজাবে? কোনো ছিদ্র নেই ফাঁপা নেই তার নেই শুধু
নিরেট কঠিন শক্ত। কিছু নেই? ভিতরে যে পারমাণবিক
ভীষণ জঙ্গম! ভাঙো ভেঙে ফেলো অণুর ভিতরে অণু উন্মোচন করো

জড় কি প্রকৃত জড়? স্থিতি তার প্রকৃতি কি স্থিতি?
সত্যি কি নিকটে আছে বাহুলগ্না? মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই?
সাতসমুদ্র তেরো নদী কই পারে বাধা দিতে দূরবর্তিনীকে!
চলেছে চঞ্চল রথ ঝড় স্থির ধ্যানমগ্ন সপার্থ সারথি

একই সঙ্গে শাদা তুমি একই সঙ্গে কালো! আমাদের
সমস্ত চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। এক ছটাক বুদ্ধি উড়ে যায়।
কোন সংহিতার শ্লোকে মেলাবো স্বতন্ত্র, তোমাকে যে!
এই রইল অষ্ট অঙ্গ এই রইল পিপীলিকাপ্রাণ—আমি যাই

বস্তুত সবাই মূর্খ ভালবাসলে ভালবাসা দিলে
কিছুই থাকে না তার কাঁদে কৃষ্ণযমুনা কেবল
কাঁদে সিক্ত শ্লোকমালা অন্ধকার পুঁথির পৃষ্ঠায়
কাঁদে স্তব্ধ আনন্দের ঘনপিণ্ড অনন্ত আকাশে

আমি বলবো বসো একটু আর একটু দাঁড়াও
আমি বলবো উপেক্ষা কি? অপেক্ষাই করো
আমি বলবো দেখো এই আমাকে দেখো না
আমি বলবো বলতে বলতে পাগলই হলাম

বিশ্বাসে বিশ্বস্ত হও স্থির থাকো স্থিরতর হও
জবা তো জবারই মতো আজও ফুটছে সনাতন ডালে
সহজ সহজ নয় জানি তবু এর চেয়ে ভালো
মনে হয় না কিছু আছে? কি বাউল, আছে?

লিখে রাখতে বলেছিলে, মনে পড়ে, কিছুই লিখিনি
মাঝে মাঝে কষ্ট হয়, আজ কাকে শুধোবো কোথায়
বৃষ্টি কি বৃষ্টিই শুধু? দুঃখ শুধু নিরেট দুঃখই?
দেহমনবুদ্ধিময় অহঙ্কার আমার, আমি না!

না খোলা পুঁথির মতো শালু বাঁধা রয়েছে সে রাত
আমি কি ও লিপি জানি? মর্মোদ্ধার করতে পারি? থাক

আমার পূজার তীব্র বেদীতে চন্দনে ফুলে বিল্বপত্র তলে
তোমার সহস্র চেলা চামুণ্ডারা কোনোদিন কিছুই জানবে না

ঈশ্বরের ভুল হয়? হতে পারে? হলেও তা ফোটে ফুল হয়ে
একথা জেনেই আমরা তাঁকে মঙ্গলময় ব'লে থাকি
তাঁর দুঃখ কষ্ট হয় অপমান গ্লানি ভয় কর্কটব্যধিও
তাঁকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে—তাঁর ভুল শিরোধার্য তাই

বহু দূরে সেই গ্রাম সে গ্রামের দীঘি বন পুরনো মন্দির
বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছ ব্যথিত ব্যাকুল পথ বালির চিতায়
সেই সহমৃতা নদী তীরে শিমুলের ডালে পেঁচা
আঁকাবাঁকা আলপথ ধানক্ষেত—বহুদূর সেই বাড়ি ফেরা

কোনো নতুনত্ব নেই প্রথাজীর্ণ সবচেয়ে পুরনো
সকাল দুপুর সন্ধে মন্থর সামান্য কোনো আলোড়ন নেই
আত্মার আশ্রয় নেই তীব্র তুলনা নেই—এরকম দিন
এরকম রাত্রি—স্বপ্ন ঢেকে নিয়ে যেতে চায় পুনশ্চ ক্লান্তিতে

সকাল। আকাশ ঢাকা শাদা মেঘে এলোমেলো হাওয়া
খুদে টগরের ডাল আলো ক'রে ফুটে আছে শাদা শাদা ফুল
পাখিরা নেমেছে নীচে খুশী হয়ে আমিও আমার জানালায়
তমস্বিনী রাত্রি গেছে। সকাল। সমস্ত দিন দিকে দিকে যাক

লিখে রাখি এই হাওয়া লিখে রাখি এই বৃষ্টি জল
লিখে রাখি এ সকাল না খোলা পুঁথির মত দিন
লিখে রাখি ভাসমান ও দুটি ডানার মতো স্বাভাবিক কিছু
দায়হীন পথে পথে টলোমলো সকালের মতো

মনে হয় এই বেশ নিজেকে এ সকালের মতো ফেলে দেওয়া
গড়াতে গড়াতে যাক সারাদিন সারাপথ যতদূর খুশী
কলস উপুড় করা এ আলোর মতো শাদা, যেতে যেতে যদি
বোখুমে ঋষির কাছে যাওয়া যায়—ওকি ঘুমে হয়ে আছে কাদা?

এমনও তো হতে পারে আজ সে এ বাড়ি এসে হেসে হেসে খুব
আমাকে ভাসিয়ে দেবে! দিশেহারা আমি ভুলে খেয়ে নেব জল
সবটুকু, চা না খেয়ে চটি ভুলে খালি পায়ে না কামানো গাল
চিরুনি বিহীন চুলে পথ ভুলে ব'সে ব'সে নদীতে মাতাল

এই তো ঝড়ের আম সাঁতারের তোলপাড় দীঘি
আচারের শিশি ভাঙা রাঙাঘুড়ি চিলেকোঠা জ্বর
দুপুরের বাঁশবন ফেলে রেখে বহুদূর পথের শহর
এই তো কাছেই ছিল, ঋষি, আজ সব কিছু তোর

আমার সুবিধে এই তোমাদের মতো কোনো কথা
ছিলো না আমার। তাই ভেসে যেতে যেতে হেঁটে যেতে
দিয়েছি স্রোতে ও পথে, মুঠো করে রাখিনি শিকড়
আপন ব্যথিত জল শুষে নিয়ে মাঝে মাঝে ঢেলেছে আকাশ

এখন আর একটু বেশি সময়ের জন্যে লোভ হয়
কী হবে সময় নিয়ে? কম কিছু ছিলো নাকি হাতে?
তবু মনে হয় বড় ছোট দিন বড় ছোট এটুকু জীবন
কিছু নেই কিছু নেই তবু আরও খানিকটা যেতাম

চোখ বন্ধ করলে ভাসে রঙিন ছবির মতো সব
কিছু বর্ণহীন ঝাপসা কিছু কিছু দুমড়ানো ধূসর
কিছু কিছু স্পষ্ট খুব উজ্জ্বল সচল ছায়াছবি
তীরের দু'পাশে, স্রোতে কালো জল তীব্র ধাবমান

একটু কি বেশি দেখা হলো একটু কি বেশি শোনা হলো?
না কি এ পিঁপড়ের পক্ষে প্রবাদের চিনির পাহাড়?
কেঁচোর পৃথিবী? ছোট্ট কীটের নির্ভয় উচ্চারণ?
এ দেশে দৈবের বশে। যে যেমন জেনে যাবে দেখে শুনে যাবে।

এই রকমই সব গল্প। নটে গাছটি মুড়োয় না কখনো।
যে বলে সে ঘুম পাড়ায়। শেষের পরেও হয় শুরু।
দিগন্ত কেবলি দ্রুত স'রে যায় স'রে যেতে থাকে।
স'রে যেতে যেতে সব ঝাপসা হয় একদিন নিভে যায় আলো।

একদিন ঘিরে আসে ছোট হতে হতে সেই জাল
একদিন সমাপ্তির রেখা থেকে শুরু হয় অজান্তে কখন
একদিন মনে হয় ভুল নয় কোনো ভুল ছিলো না কখনো
একদিন ঘুম ভেঙে সোনার কলসখানি ভেঙে আলো আসে

বৃদ্ধ হতে হতে থমকে দাঁড়ায় যে অমনস্ক লোক
তাকে দেখে হেসে ওঠে মান্ধাতার বহুদর্শী পেঁচা

থেমে থাকা সন্ধে ভুলে ছায়ামুখ নিষিদ্ধ তর্জনী
সমস্ত নিসর্গ মুচড়ে বেজে ওঠে কালের মন্দিরা

হয়তো আসবে না কেউ কোনোখানে আলোও জ্বলবে না
ঝড় হবে বৃষ্টি হবে বিদ্যুৎ চমকাবে ঘটবে দুর্ঘটনাগুলি
সমস্ত অঙ্গের টুকরো প্রত্যঙ্গের টুকরো দাঁতে দাঁতে
শেয়ালেরা মত্ত হবে প্রেতায়িত অশ্বত্থের তলে

সমস্ত শরীরে তীব্র লতাগুল্ম পাথর ফাটল তীক্ষ্ণ শিস
অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ ঘিরে কাঁটালতা আদিম ও অতিকায় খিদে
তুমি পর্যটনপ্রিয় এসেছো নিকটে তবু দূর—
যতটুকু দূরে থেকে তুলে নিতে পারা যায় দুঃখের ভিডিও

সবাই সকালে যায় ফিরে আসে দুপুরে সন্ধ্যায়
সারারাত জেগে ঝর্ণাকেশরের মুক্তো নিতে কেউ
থাকে কি? আমার মতো? কতোদিন হলো—
এখনো কয়েকটি বিন্দু টলোমলো গোপন লকারে

খুব দ্রুত টেপ করবো তোমাদের সমস্ত কথাই
নিঃশব্দে ভিডিও ক'রে নিয়ে আসবো মুহূর্তগুলিকে
টেরই পাবে না আমি মিশে থাকবো পাথর শিরায়
ওই ঝর্ণা জলে সিক্ত ওষ্ঠপুটে গুহার কিনারে

চোখে চোখ রাখব স্থির কেঁপে উঠবে সমস্ত প্রান্তর
কেঁদে উঠবে প্রতি অঙ্গ পদাবলীপ্রকীর্ণ মায়ায়
ট্যুরিস্ট ট্যুরিস্ট বলে সে মুহূর্তে ভেঙে দেবে সব
ছত্রাখান করে একটি দুটি ছোট্ট ফাজিল টিট্টিভ

যেন চেনা কবে দেখা মনে ঠিক পড়ে না তবুও
অপরিচয়ের নীলে ঢেউ ওঠে ঢেউ ভেঙে পড়ে
কোনো চিহ্ন নেই সিক্ত সমস্ত সৈকত
অতল জলধি তীরে নির্বাক মানুষ

তোকে এ কোথায় রেখে চ'লে যাবো—এই হাহাকার
আজ শুষে নেয় সুখ সমূহ সংসার গোধূলিতে
এ এক আশ্চর্য কালবেলা; পৃথিবীর আশ্চর্য গোধূলি!
আসবো ব'লে আসেনি সে। কাঁদে বাউলের জন্যে পথ।

কেউ আসে না। কে আসবে কে? কারো তো আসার
কথা ছিলো না। আমারো কি কোথাও যাবার কথা ছিলো?
এইবার রাত বাড়বে। ঘরে ফিরবে পথের মানুষ।
ঘরে কি অপেক্ষা ক'রে আছে কেউ? বৃষ্টিতে এ রাতে।

আজ রক্তগোধূলির মেঘে মেঘে তোমার গৈরিক
আমাকে সন্ন্যাস নিতে প্ররোচিত করে
আজ সিক্ত সন্ধে তার অন্ধকার গন্ধের ঘূর্ণীতে
আমাকে গার্হস্থে দীক্ষা দিয়ে চলে যায়

ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া প্রাচীন পাথর থেকে তাঁকে
দেখেছি দাঁড়িয়ে থাকতে পাশে স্তব্ধ ল্যাভেণ্ডার বন
অদূরে কাঁসাই নদী তার অবিস্মরণীয় বাঁকে
বৃষ্টি নামছে ঘন হয়ে নেমে আসছে সমস্ত শ্রাবণ

দুঃখের কি শেষ আছে? তা না হলে কেন যে এমন
বৃষ্টির পরেও পড়ে পাতার গা বেয়ে ওই বিন্দু বিন্দু জল
কেউ চ'লে গেলেও যে লেগে থাকে স্মৃতিগন্ধ ঘরে
কেন যে গোধূলি মোড়ে পৌঁছে দেখি খোয়া যায়নি কিছু

কিছুই কি খোয়া যায়নি? সব গল্প সমস্ত বিশ্বাস
তেমনি অটুট আছে? তাহলে কিসের এত দাগ?
জলের দেওয়াল ঘিরে? কী জন্যে তর্জনী
নিষ্করুণ নিষেধের আমার গমন পথে নির্গমন পথে?

অদীক্ষিতদের জন্যে নয়। এই টুকরো সেঁটেছি চৌকাঠে।
প্রয়োজনে একলা যাবো। দ্বিধায় বিভক্ত হোক নদী
নির্দ্বিধায় নষ্ট হোক গল্পের সম্ভাব্য সব রেখা
অদীক্ষিতের জন্যে নয়। তবু নয়। লিখেছি চৌকাঠে।

যেভাবে কেটেছে দিন রাত আমার সেভাবে কাটুক
এ ঘরে যেভাবে কাটলো ওই ঘরে কাটুক সেভাবে
অভ্যস্ত বেদনা সইবে দিনে রাতে এ ঘরে ও ঘরে
শুধু সুগন্ধের মতো ঘিরে থাকো, গভীর গোপনে পুড়ি আমি।

মেঘ কাটলে ভুলে যাই রোদ উঠলে ফেলে চ'লে যাই
ফের বৃষ্টি হতে পারে ভেসে যেতে পারেই আমার সব কিছু

মনে থাকে না, মনে থাকে না সব গল্প ফিরে ফিরে আসে
অন্য নামে অন্য নামে শুধু বদলে যায় সব চতুর সংলাপ

ভালবাসা চিরকাল এরকমই। একজন কেবল
ভাসায় কালিন্দী তার জলে জলে, অন্যজন যায়
অবিশ্বাস্য হাতে ভেঙে প্রতিশ্রুতি প্রিয় স্বপ্ন স্মৃতি
যায়। আর ফেরে না। কাঁদে পথে পথে তমস্বিনী হাওয়া

সবাই ঘুমোলে আসে বৃষ্টি রেখা ধ'রে ধ'রে সব
ছায়ার পিছনে ছায়া লুপ্তস্মৃতি রূপকথার দিন
যাবজ্জীবন একটি ধূপ পুড়ছে পাতারা ঝরছেই
লতাগুল্মে ভ'রে যাচ্ছে সংসারের সমস্ত তামাশা

এত বৃষ্টি নিয়ে আমি কী করবো? আমার
ঘর আছে সংসার আছে প্রারব্ধ রয়েছে
ভিটেয় তুলসীর মঞ্চ গন্ধ লেবুতলা
ভিজে ভিজে দরজায় ঠায় চেয়ে রয়েছে প্রতিমা

মুঠোর ভিতরে কবে চারিয়ে গিয়েছে শিকড়েরা
আয়ুরেখা ভাগ্যরেখা শিরোরেখা চিত্রগুলি সব
নিজস্ব নিয়মে তীব্র ক্রিয়াশীল প্রতিক্রিয়াশীল
দিগন্ত প্লাবিত করে জ্ব'লে উঠে সংকেত গোধূলি

গিয়েছে জমি ও জমা লুপ্ত বাস্তু পোড়ো মন্দিরের সন্ধেবেলা
রক্তাক্ত ইঁটের টুকরো ধসে ব'সে ফণা দোলায় সাপ
যেন এইমাত্র ছিল কোথা গেল শৈশব কৈশোর
এই আসছি ব'লে কবে চ'লে গেল যৌবনের ছায়া

প্রৌঢ়ের প্রচ্ছন্ন পদ্য ভিতরে ভিতরে গদ্যমুখী
নস্টালজিক চিলেকোঠায় আজও জ্বলছে প্রাচীন লণ্ঠন
দমচাপা দীঘির জলে ডুব সাঁতার বিরক্ত ডাহুক
জংলী মুখ রাত্রি ঠিক ভয়ের গল্পের মতো নামে

আমাকে কি মনে পড়বে? বহুদিন ছিলাম না। হঠাৎ
একবার এভাবে এসে ফিরে যাবার লোভ
জানি না ভালো না মন্দ। এইখানে আমার শরীর
পেয়েছিলাম। কোথাও তো এইবার রেখে যেতে হবে

এমনি ক'রে ভেঙে পড়ছে নিঃশব্দে স্থাপত্যগুলি সব
বিশ্বাস ও ভালবাসা প্রতিশ্রুতি পরানুকম্পার
চূর্ণ হচ্ছে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় মূল্যহীন মূল্যবোধগুলি
ঝ'রে পড়ছে ঝরোকার কারুশিল্প অলিন্দের অসম্ভব টালি

চলতে চলতে কথা বলব দাঁড়াবো না দেরি হয়ে যাবে
তুমিও পশ্চিমমুখো হলে চলো খানিকটা একসঙ্গে হেঁটে যাই
পিছনে থাকুক প'ড়ে দীর্ঘ ছায়া ছায়ার মতন স্বপ্নগুলি
হুমড়ি খেয়ে পড়া লুব্ধ লোকচক্ষু কঙ্কালের সারি

কোনো প্রয়োজন ছিলো না এরকম; মানুষ কখনো
একাজ করে না—, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর
প্রকৃতি নিস্তার ক'রে যেতে দিয়েছে—এখনো দিয়েছে—
গভীর গম্ভীর মুখে অপেক্ষায় বসে আছে কাল

মাত্র একবারই জ্ব'লে ছলকে ওঠে জ্যোৎস্না কোজাগর
তারপর শুধু শিরা উপশিরা রক্ত মাংস রেটিনা কর্ণিয়া
এবং এক একজন মাত্র দেখে শুধু সমস্ত জীবনে
বাকি পালকের রাশি রুগ্ন ডানা শুধু মাত্র পাখি

কাছাকাছি নেই কোথাও তবু ছলচ্ছল একটি নদী
নির্ভুল নিয়মে ডাকে, প্রত্যেকেই একসময় শোনে
প্রত্যেকেই ফস্কা গেরো থেকে ফেলে গোপন সঞ্চয়
সে শব্দে—মাত্রায় বৃত্তে বসাতে প্রমত্ত হয় কবি

এত বেহিসেবী হয়ে সব খরচ না করলে এমন
হতো না, হাতের মুঠো খুলে দেখতে খোলমের কুচি
করতলের আমলকি কি স্বচ্ছ হয় সহজে জীবনে
জমা খরচের কেন কোনো অঙ্ক শেখোনি তেমন

সংকেত চিহ্নের মতো অন্ধকারে একটি দুটি তারা
কাল যখন জ্বলছিল পথে হাওয়ার ফিসফাস
তুমি হেঁটে দুঃসাহসে দিগন্তে ফোটাতে চেয়েছিলে
হৃদয়ের শিরা ছিঁড়ে একটি মুখ উন্মাদ তুলিতে

আবার কঙ্কালসার গ্রামগুলি গ্রীষ্মাহত মাঠ
অন্ধকার মণিহীন চক্ষু কোটরের মতো ডোবা

তাড়িখোর তাল খেজুর জংলী মুখ মানবমানবী
আবার ঘণ্টার শব্দ ছুটির ঘণ্টার শব্দ বাড়ি ফেরার বাস

পা দুটি ছড়ানো শান্ত কোলে হাত পাশ ফেরানো মুখ
পুজোর মেঘের মতো শাদা থান একটু যেন ঝুঁকে
বসে আছো চেয়ে দেখছো দুঃখের সংসার
মাটির ঘরের জানলা দিয়ে পড়ছে জবাকুসুম আলো

সেই যখন এসেছো দেখো আলো জ্বলছে ঘন অন্ধকারে
বিন্দুর মতন একটি দুটি, দুলছে নৌকো জলে ব'সে আছে মাঝি
হাওয়া বইছে, উত্তরের উর্ধ্বাকাশে সাংকেতিক তারা
বাঁশি বাজছে সংসারের তীরে তীরে বেজে যাচ্ছে নিরবধি কাল

প্রথায় রীতিতে নেই কিংবদন্তী প্রবাদেও দেখিনি তোমাকে
পুরাণের পুঁথি থেকে উঠে আসে না স্বতন্ত্র বাউল
আমাকে ঘরের বাইরে টেনে এনে পথ দেখাও, পথ
সম্পূর্ণ অচেনা, চলতে পদে পদে অন্তহীন আমারই শিকড়

'বাউল' বললেই মস্ত আলখাল্লায় আবৃত শরীর
'বাউল' বললেই মুখে লতাগুল্মে ঢাকা দুটি চোখ
'বাউল' বললেই হাতে একতারা দু'পায়ের ঘুঙুর
মনে পড়ে—; মনে পড়ত—; এখন তোমার ছবি ভাসে

বাউল তো পথে থাকবে রোদ্দুরে বৃষ্টিতে জলে ঝড়ে
রহস্যের একতারায় ঘুম ভাঙাবে নিদ্রায় নিহত মানুষের
রক্তের ভিতরে ঢুকবে দু'পায়ের দুঃখ জাগানিয়া ও নূপুর
গার্হস্থে রসমাটি কিংবা চন্দ্রভেদ? কখনো শুনিনি

পথে থাকলে যাওয়া যেত সঙ্গে সঙ্গে, ঘরের ভিতরে
জন্ম জন্মান্তর ঘরে একঘেয়ে প্রথায় জীর্ণ সব
অভ্যাসে অন্ধত্ব যেন প্রেতায়িত সর্বাঙ্গে নিহত
পথে থাকলে হয়তো পায়ে বাঁধা যেত মৃত্যুর নূপুর

অমিত প্রভাব দিয়ে ধ'রে রাখো ঠোঁটের কিনারে মৃদু হাসি
মুগ্ধ পতঙ্গের ডানা অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপ দেয় চোখে
চোখে কী প্রেমের আলো? তন্বীশ্যামা শিখরীদশনা?
আমার গার্হস্থ্য আছে যাকে শাস্ত্রে ধর্ম বলে চতুর আশ্রমও

আপাতত আমরা যারা তোমাকে আশ্রয় করে বেঁচে বর্তে আছি
তারাই তো সংঘ্যালঘু, প্রকাশ্যে ঝর্ণার জল জিগির তুলেছে
সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট ব'লে মৌলবাদী ব'লে—
জোনাকি পুঞ্জের কাছে নালিশ ঃ মানিনি আমরা নিয়ন্ত্রণরেখা

আমার মতন এক গোমূর্খের সঙ্গে তুমি হাত ধ'রে বেড়ালে
টিটি পড়বে প্রকৃতিতে জটলা করবে ওই অন্ধ বধির সমাজ
তারপর একাকী ফিরতে দেখে ওরা হত্যা করতে পারে
আমার চরিত্র—তুমি যার হাতে সারা সন্ধ্যা গচ্ছিত রেখেছো

কাছে বলতে ব্যবধান কতখানি দূরে বলতে কত দূর জানো?
সমস্ত স্ফুলিঙ্গ যায়, নিকট দূর একই বৃত্তে স্তব্ধ হয়ে থাকে
সফলতা ব্যর্থতাও, ভালবাসা ঘৃণা, জয় পরাজয় সব
হাত ধরাধরি ক'রে পেরোয় জলের তলে প্রার্থনার সাঁকো

চিঠিগুলি ডাকে দিতে পাড়ার রাস্তায় যেই বেরিয়েছি, তুমি
অলৌকিক স্কুটারের গীটার বাজিয়ে ছুটে গেলে
মুহূর্ত আগের বৃষ্টি জল কাদা ছিটকে পড়ল চরিত্রে আমার
এ দৃশ্য ঘটনা আমি রোদ্দুরের মধ্যে দেখ লুকিয়ে রাখলাম

এইবার তুমি বলো সংঘে যাবে কিনা আমি আসবো কিনা ফিরে
চোরকুঠুরির মধ্যে শালুমোড়া ওই পুঁথি প'ড়ে দেখতে দিলে
তনুসংহিতার সূত্র ভাষ্য করবো ছন্দ ব্যাকরণ সহ টীকা ও টিপ্পনী
যাবতীয় শাস্ত্রাচার পালনের ছলে দেখাবো নির্লজ্জ আহুতি

দালানে শ্যাওলার দাগ থামের ফাটলে শিশু বট
পাথরের চবুতরায় পায়রা ডাকছে জল পড়ছে ছাদে
সিংহের দুমড়ানো মুখে, তাস খেলছে শেষবংশধর
দুর্গার কাঠে ও খড়ে শারদীয়া প্রতিমার উদ্দীপন ভয়

তোমার অস্তিত্ব ছিল দুর্গা দালানের কাঠখড়ের মতন
আমার আশ্বিনে যেন রঙে রেখায় জ্বলে উঠবে ঠিক
পুনরাগমন মন্ত্রে আমি কাঁদবো বিজয়ার দিনে
তোমার অস্তিত্ব ছিল স্বপ্নে জাগরণে এ জীবনে

রূপক প্রতীকহীন ব্যঞ্জনাবিহীন দিন রাত্রিগুলি গেল
চারটি দেওয়ালের মধ্যে একটি ছাদের নীচে। আজ

স্নায়ুর বারান্দা থেকে বাইরে কানাগলির আকাশে
বর্ষার সজল মেঘে জ্ব'লে উঠতে দেখি একি তোমাকে! তোমাকে!

দৃশ্যত ছিলো না কিছু তবু গেল গেল এই তীব্র কলরব
কেন উঠলো কৌতূহলে দেখতে যেই মান্ধাতার পেঁচা
চোখ গোল করেছে অমনি দেখা গেল জ্যোৎস্নার ভিতরে
দুজনে লুকিয়ে রাখছে প্রথম চুম্বনগুলি কেঁদুড়ির মাঠে

তোমার সংঘের নামে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ হেসে ওঠে
ভয়ে কেউ কোনো কিছু বলতেই পারে না। প্রতিবাদ?
তোমার সংঘের নামে অন্ধকারে কে যেন পোড়ায়
বুকের গভীর ভালবাসা তার ঃ সুদূর সুগন্ধ পাও তুমি?

তোমার নির্জন নিংড়ে গ'ড়ে উঠছে ঝরোকা প্রাসাদ
আদি জননী মতো চবুতরা কৃত্রিম পাথরে
স্বহস্তরচিত পট মুছে জাগছে নটনটীর মুখ
আশ্রমের বহু উর্ধে চেয়ে দেখছে একটি ধ্রুবতারা

সবাই দেখুক মূক কীভাবে বাচাল হলো তা না হলে বৃথা
এই অগ্নিপরিধির মধ্যে থেকে শব্দের ভিতরে খুঁজে নেওয়া
তোমাকে, তোমাকে শুধু, কীভাবে একজন পঙ্গু যায়
গিরি শীর্ষে, দাঁড়ায় সে প্রণতি মুদ্রায় একা একা

শব্দ ভেঙে বেজে ওঠো ছন্দ ভেঙে গ'ড়ে ওঠো আমাকে সহস্র টুকরো ক'রে
এই দেখো ফুসফুস নিংড়ে ওই জবা আহুতি দিলাম
এই দেখো হৃদয়গ্রন্থী ছিন্ন করে ওতপ্রোত মাটিতে পাথরে
শব্দ ভেঙে বেজে ওঠো ছন্দ ভেঙে শ্লোকোত্তরা জীবনে আমার

সর্বস্ব নিয়েছি ক্ষিপ্র হাতে, এনে ভরেছি সংসার
বাঁকুড়ার ঘোড়া থেকে পিতলের ফুলদানি মুখোশ
দুর্লভ অর্কিড পট অলিন্দের রক্তাক্ত ঝরোকা
টবের মাটিতে গুপ্ত মৃত্যুবীজ পর্যন্ত—দেখবে না?

সারাদিন ভুলে থাকি স্বপ্নে মনে পড়ে
জলজ পদ্মের মতো ওই মুখ জলের ভিতরে
প্রতিটি পাপড়িতে ডাকে আয় আয় আয়
জলের সিঁড়িতে নামি সিঁড়ি নেমে যায়

টবের মাটিতে ফুটি, তবুও তোমাকে
ছুঁতে পারি, সারাদিন গন্ধ লেগে থাকে
পাপড়িতে পাপড়িতে সে ছোঁয়ার—
সন্ধ্যার তারাকে বলি এ সুগন্ধ মা'র

প্রত্যহ নতুন করে পাই তো আকাশ
প্রত্যহ নতুন করে পাই হাসুহানা
এর মানে কি, সন্ধ্যাতারা? সকালের ঘাস?
এর মানে আমার মা-র জানা!

মা জানে কোথায় আছে আমার দুঃখের
মাটি থেকে ফুটে ওঠা সুগন্ধ ফুলের
মা জানে কোথায় আছে সবার আড়ালে
আমার সুখেরা শাদা গন্ধরাজ ডালে

মা, তোমার মনে পড়ে সেই কতোকাল
এসেছি তোমাকে ছেড়ে ভুলে গেছি মুখ
আমার ঘুমন্ত ঘরে স্নেহ তাল তাল
জ্যোৎস্না তুলে এনে বলে ঃ মায়ের অসুখ!

বৃষ্টি থেমে গেছে তবু বিন্দু বিন্দু জল
লেগে আছে সারা মুখে আমার মায়ের
আমি যে ফিরিনি তারই অপেক্ষার ফল!
ফিরেছি, ও মুখপদ্ম ভরেছে সায়ের

মুখে ও মুখোশে তুমি, বলো আমি কাকে
দোষ দেব, আমাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে যদি যায়?
দেখ দেখ পাষাণেও স্তব্ধ ওই মাকে
আসক্তির তীরে মুক্ত প্রিয় প্রার্থনায়

আমার একজন বন্ধু একবার এসে হেসে হেসে
নিয়ে চলে গেছে সন্ধ্যা রাত্রি ভোর সহ সারাদিন
বাইশ বছর তাকে খুঁজে ফিরি, তারই উদ্দেশে
গচ্ছিত রেখেছি আমি আমার অপরিশোধ্য ঋণ

প্রতিদিন খুঁজি তাকে; আমার মুখের দিকে ঝুঁকে
পথতরু বলতে চায়, প্রান্তরের পাখি, স্তব্ধ ছায়া

ছায়ার পিছনে চূর্ণ গল্পরেখা—কী বলবে আমাকে
জানি, বলবে, ফিরে যাও, তবু খুঁজি তাকে।

এই যে ফুরিয়ে এল ভোর না হতেই রাত্রিস্তব
এই যে এলো না আর আবৃত্তির শ্লোকমালাগুলি
এই যে গভীর গূঢ় ব্যথাদীর্ণ স্তব্ধ অনুভব
তুমি আঁকবে সকালের লজ্জালাল রোদ্দুরের তুলি?

এখন একটিই গল্প পাকে পাকে বেঁধেছে আমাকে
প্রতিটি রেখায় জ্বলছে সমাপ্তির অব্যর্থ মোচড়
রহস্য রগড়ে যেন ঠাট্টা ছলে ভয় দেখায় বাঁকে
কাঁসাই নদীর জলে মৃতদেহ, বিনা মেঘে বজ্র নয় ঝড়

অনাহত দুটি দেহ প্রার্থনায় অবিশ্বাসী মাঠে
অনাগত অন্ধকারে অলৌকিক। মেঘের আড়াল
সরিয়ে কি উঁকি মারল কৌতূহলী চাঁদ?
নিষিদ্ধ তর্জনী রাখাল ওষ্ঠে ভীরু তারা?

কেউ জানে না সেই মাঠ কোথায় গিয়েছে কতোদিন
সেই কালভার্ট কারা নিয়ে গেছে ভিড়ে কোলাহলে
সেই রেলব্রীজ গেল কীভাবে কোথায়
কেউ কি জেনেছে যায়না সব থাকে মেঘের আড়ালে?

কে বলেছে আমি গেছি সেই রাতে নক্ষত্রসভায়?
সে দেশে দৈবের বশে সে সময় যেতে হয়েছিল
ঠিকই, কিন্তু সভা থেকে বহুদূরে কদম্বকাননে
আমার কবিতাপ্রিয় পর্যটন নিষ্পাপ ছিল না

ওরা সমবেদনায় অবিনয়ী ছিল না তখন?
আমরা প্রথায় কেন জীর্ণ হবো? বিশ্বাস হারাবো?
আমরা কেন স্পষ্ট করে জানাবো না ঈশ্বর আছেন
কেন অনাচারী নাম ভ্রূকুটিতে উড়িয়ে দেব না?

চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা সেই একই পুরনো প্রণয়
আবৃত্তি করেছি নীচে যাজকেরা ধর্মের মুখোশে
অতল গহ্বরে আমরা অবিশ্বাস্য নতুন আহ্নিক
যখন করেছি তোমরা শীর্ষে একই ধর্মের মুখোশে

নিরুদ্দিষ্ট হতে হতে চূড়ান্ত বিশ্বাসে ভর ক'রে
যেই উঠে দাঁড়িয়েছি ঃ পৃথিবীতে নেমেছে দুর্যোগ
প্রলয় পয়োধি জলে ডুবেছে গয়নার নৌকোগুলি
আমার চোখের সামনে ঃ আমি ফের বটের পাতাতে

প্রত্যেক গল্পের কাছে তোমাকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে
জন্মলগ্ন থেকে তার অস্পষ্ট রেখার রক্তশিরা
যেন সিক্ত মাটি পায় শিকড়ে ওপরে আলো হাওয়া
একদিন মানুষ যেন দাঁড়ায় বিশ্রাম করে অক্ষয় ছায়াতে

কে কার কাহিনী বলে পৃথিবীতে কে কাকে বিশ্বাস করে আজ
কে আর সাবেকি লাল পুঁথি খুলে যেতে চায় মন্ত্রের ভিতরে
তুমি ছাড়া? তাই সত্য সুন্দর জীবন। তাই প্রাত্যহিকতার
ভিতরে এমন তীব্র দাহহীন অগ্নি জল শস্য মায় আমার কবিতা

যতো বেশি একা হবে যতো বেশি স্থিরতর হবে
ধ্যানের ভিতরে, দেখো, যাকে ভেবেছিলে শুধু জয়
সে যে কতো বড়ো ঠাট্টা—স্বপ্ন সফলতা কতো বড়ো
তামাশা—সমস্ত দুঃখ কণ্ঠলগ্ন তার মুক্তোমালা

খেলার নিয়ম আছে ছন্দ আছে অনুশাসনের মন্ত্র আছে
তুমি জয় পরাজয় মেনে নেবে এরকম রীতিনীতি আছে
আঙ্গিকে আবদ্ধ আছে অসুন্দর সুন্দরের খুবই পাশাপাশি
তাহলে গার্হস্থে এসে কেন জ্বালো সন্দেহের সন্ন্যাস সন্ত্রাস?

কয়েক ফোঁটা

এখনো স্বপ্নের মধ্যে দুলে ওঠে লণ্ঠনের আলো
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ তার হাজার বাহুর অন্ধকারে
ঢেকে রাখে আকৈশোর ঢেকে রাখে ছোট সেই নদী
রাত্রির জঙ্গলে তবু উঠে আসে অলৌকিক চাঁদ

কেউ আর দেখে না কিছু, কেউ নেই ওইখানে আর
কিছু নেই কান্না ছাড়া হাহা হাওয়া ছাড়া, মাঝে মাঝে
বাবা এসে অশ্রুহীন নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন
মুঠোয় আমার হাত সরু পলকা আঙুল চমকায়

একুশ বছর পরে রেবা গিয়েছিল ছোলাডাঙা
দু'চোখে আঁচল চেপে কেঁদেছিল অশ্বত্থের তলে
রেবার কী ছিল ওই ঘাসতলে ফণিমনসা তলে?
রেবার কী ছিল ওই কাঁটালতা উইয়ের আড়ালে?
আমি চন্দনের গন্ধে নীল বেনারসী উড়তে দেখে
রেবাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েও ফিরেছি কথাহীন।

কপালে চন্দন পায়ে লাল আলতা নীল বেনারসী
রেবা গিয়ে নেমেছিল অশ্বত্থের তলে একদিন
সুগন্ধে বাতাস ম ম, কোঠাবাড়ী জ্যোৎস্নার আশ্লেষে
ভেসে গিয়েছিল সেই সারারাত ... কতো সারারাত ...

একুশ বছর পরে ও দেখে সমস্ত আর কাঁদে।

তুমি কবে ম'রে গেছ, ধীরে ধীরে নীল বাষ্প উঠে
তোমার করোটি থেকে তোমার কঙ্কাল থেকে লতাগুল্ম থেকে
রেবাকে আমাকে ঘিরে ছেয়ে যায়, মরা নদী মরা খাল দীঘি
বিষাক্ত লতার ফণা ফাটলে ফাটলে অভিশাপ ...
আমরা, রেবা ও আমি ফিরে আসি অধিকারহীন।

আমি যে তোমার অশ্রু মুছে দেব তেমন আঙুল
আমার শরীরে নেই শক্তি নেই ঝুলে আছে হাত
রেডিয়াস ও কারপাসে মাংস নেই রক্ত শিরা নেই
আমারও চোখের নীল গহ্বরে গহ্বরে শব্দ শুধু

এই আমার জন্মভূমি। তোরা দেখ ঘাসেরা কেমন
ছেয়েছে মসৃণ মেঝে মাকড়সার মতো, কাঁটা গাছ
উঠোনে প্রবেশ করতে নিষেধ জানাচ্ছে বিষলতা
ফাটলে ফাটলে প্রেত নিঃশ্বাসের মতো শব্দ হাওয়া
ভয় কিরে বুলু রাকা বাবা তোরা মা বাবার হাত
শক্ত করে ধ'রে থাক। এই আমার জন্মভূমি। স্বর্গাদপি গরীয়সী গ্রাম।

ধুলো আর বালি এসে ঢেকে দিয়ে গেছে সেই নাম
আমি লিখে রেখে গেছি একদিন—তিরিশ বছর—
আমি লিখে রেখে গেছি একদিন—তিরিশ বছর—
তিরিশ বছর খায় হাড় মাংস মজ্জা মেদ শিরা
ধুলো আর বালি এসে ঢেকে দেয়—নাম ঢেকে দেয়?
নাম ঢেকে দিতে পারে, মৃত্যুও কি পারে! বলো রেবা।

তুমি খুব ভয় পেতে যখন ধূসর শেয়ালেরা
ডেকে উঠত ডানা ঝাপটে পেঁচারা জানাত রাত, তুমি
তুমি খুব ভয় পেতে আর তখন হাজার জোনাকি
জ্বলত নিভত জ্বলত নিভত আমাদের বুকের ভিতরে।

এখন এভাবে ছাড়া ফিরে যেতে অন্যপথ নেই।
সব পথগুলি ঢেকে দিয়েছে বাবলার বন খেজুরের সারি
গভীর ফাটলগুলি হাহা ক'রে বালি ওড়ে শুধু বালি ওড়ে
অশ্বত্থের শাদা হাড়ে রাতের গভীরে নাচে প্রেত
সারি সারি উট যায় শুধু উট তৃষ্ণায় পাগল
বালির চিতার নদী শাদা নদী ঢেকে আজো রেখেছে পিতাকে
অন্ধকার তীরে কারা ছায়া ছায়া, হাতে কি শাবল!
এখন এভাবে ছাড়া গ্রামে যেতে অন্য পথ নেই, এসো রেবা।

এভাবে পিছনে ফেরা কেন? লতাগুল্ম কাঁটাপথে পথে?
শহর কি আজকাল সারারাত অন্ধকার বোবা?
দেওয়ালে রাখলেও পিঠ কারা এসে নিয়েছে দখল
গ্রামের মানুষ জানে এখন বাতাস থেকে শুষে নিতে হয় রক্ত জল।

হায় দেশ আমি কোনো ঠিকানা রাখিনি।
শুনি জেগে উঠেছে মানুষ
শুনি জেগে উঠেছে মানুষ

আমি যে দৈবের বশে প্রবাসে জননী জন্মভূমি!

তখন ছিলে না তুমি, এক বুক ধান ক্ষেতে একা
এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে দেখেছি তোমাকে
হলুদে সোনায় নীলে শাদায় সবুজে ধানে ধানে
তখন ছিলে না তুমি হাত ধ'রে টাল সামলে, আমি
তোমাকে দেখেছি একা ভয় পাওয়া মানুষের গানে।

এইসব কথাগুলি শুধু আজ তোমার আমার
অথবা ওদের যারা আমাদের মত বাস্তুহীন
এইসব কথাগুলি আমাদের যারা অনায়াসে
ভেসে যায়, মুঠো গ'লে পড়ে যায় যাদের স্বদেশ।

জানালা ছিল কি, রেবা, কোঠাবাড়ি থেকে দেখতে পেতে
শাদা শীর্ণ বাঁকা নদী খোয়াই জ্বলন্ত লাল চাঁদ
জঙ্গলে পড়েছে সর ঝুঁকে আছে শুশুনিয়া নীচে
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে উপচানো ছলকানো রাত, ভয়
ভয় এত স্বাদু লাগে বলো মনে হয়েছে কখনো!

আজ আমরা অনধিকারী। সেই কবে ছেড়েছি বলো তো?
কুড়ি বছরের পর দেখা হলে অভিমান হলে
এমনি কুয়াশা থাকে ভারি হয়ে পথে পথে কাঁটালতা থাকে।

সেদিনও বন্ধুরা ছিল বাইরে ছিল উপুড় প্রান্তর
জঙ্গলে জঙ্গলে শিস জ্যোৎস্নারস শরীরে জর্জর রাত-সাপ
আকাশ মুচড়ানো বৃষ্টি, বৃষ্টি নয়, তবুও ভাসান।

মাটির দাওয়ায় রোদ জ্যোৎস্না ছায়া তোমার আঁচল
লুটিয়ে পড়েছে জলে সরোবরে ঘুঘু ডাকছে ঘাসের জঙ্গল
কোথাও লোকজন নেই কোথাও পথিক নেই কোনো
বউ কথা কও ... বউ কথা কও ..., কার সঙ্গে কথা কইব, শোনো
পাখি, তুমি বোলো তারে ঘরে ফিরতে একটু তাড়াতাড়ি—
বলতেই মেলেছে ডানা শেষ আলোটুকু নিয়ে। তুমি গেছ বাড়ি।

কী সহজে নেমে যাই, আরো নীচে, শিরা ধ'রে ধ'রে
শিরা না শিকড়? নাকি শিলাজতু? আনন্দ-মাতাল
বাষ্পগহ্বরের তলে নেমে যাই। রেবা তুমি নেমো না, আমাকে

টেনে তুলবে, আমি ফের তুলে আনব মুঠো মুঠো ধান—
না পারলে মান্দাস আছে গল্প আছে গাঙুড়ের পানি
মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হবো দুজনে ঃ পুড়ুক বাইরে উজ্জ্বল নিশান
আমাদের জমিজমা বিশালাক্ষী মন্দিরের চুড়ো
প্রতিটি নিশিন্দাপাতা শ্যামাঘাস পিতার শরীর
আমাদের সব ছিল, রেবা, সব একদিন, কিছুই ছিল না?

যেকোনো নদীর মতো এই নদী যে কোনো মাঠের মতো মাঠ
এই মরা খাল এই অন্ধকার আমাদের প্রত্যেকের চেনা
আমরা এ মজা দীঘি দেখেছি অনেক ভাঙা গলিত দেওয়াল
তবু এর তলে আছে আমার রক্তিম শিরা উপশিরা ভুল
অতি ব্যক্তিগত ভুল অপমান বালি ও কাঁকর
কবিতা লেখার রাত শাদা পাতা হাড়ের আঙুল।

ওখানে ছিলে না তুমি, তাহলে কীভাবে জানো আমি
সারারাত জেগে থেকে দেখেছি ভেঙেছে নদীপাড়
ভেসেছি চোখের জলে, অহেতুক? ঘাসের শিকড় প্রাণপণে
আমাকে রেখেছে ধ'রে, কিভাবে জেনেছো জোনাকিরা
আমার বুকের তলে মাথা খুঁড়ে মরেছে আকুল ঝাঁকে ঝাঁকে
দমবন্ধ অন্ধকারে .... কীভাবে কীভাবে তুমি, রেবা!

তুমি কতোদিন ছিলে? কতটুকু ছিলে? তবু দু'চোখ সজল
তবু হেঁটে চলে যাও কথাহীন দূরের পথিক যেন এমন জটিল
ঝুরি আর শিকড়ের অন্ধকারে সহ্যাতীত নীলে ডুবে যাও
আমাকেও চেনোনা কি! বালি ওড়ে বালি ওড়ে বালি
অশ্বত্থের পাতাগুলি সহসা নিস্তব্ধ হয় থামায় হাজার করতালি।

কিছুই ছিলো না তার। তাই আজ মাঠে মাঠে খরা
তাই ধুলোবালি ওড়ে, সারি সারি খেজুরের বন
একাকী কিশোর দূরে তাকিয়ে তাকিয়ে থাকে কিছুই দেখেনা
চোখে কেন জল আসে? শুধু জল? কেউ তাকে ভালবাসে কিনা
সে কি জানে? সেকি জানে অন্ধকার ভারী লাগে জলের মতন?
কিছুই ছিলো না তার। তাহলে এখানে কেন আসে!

এই পথ গিয়েছিল পাঠশালায়। বাঁধে শুধু জল
নীচে আঁকড়া লতাগুল্ম ঘোড়ানিম ভুতুড়ে জঙ্গল

মা দূরে দাঁড়িয়ে আছে ঃ দাদা মধুসূদন ভেতরে
এখনো বাঁশের বন ঘন এতো? একই ভয়। আমি যাব ঘরে।

তুমি শুয়ে আছো, আমি পাশে একটু বসি
তোমার শরীরে ঘাস লতাগুল্ম জল
বাঁ চোখে অশ্রুর বিন্দু, ফুটেছে অতসী
দ্রোণ পুষ্প কুরুবক, করোটি সম্বল
পরিচর্যাহীন তুমি চেয়ে আছ, আমি
এসেছি তোমার পাশে ছুঁয়ে আছি হাত
বাবা, আমি সন্ধ্যা করি, রামকৃষ্ণগামী
দেখ দেখ; শেষ হচ্ছে ভয়াবহ রাত।

চোখ কেন ভ'রে আসে? তবে কি দেখিনি চোখ মেলে
তোমার সুন্দর মুখ? স্নেহস্পর্শ? আজ বড় দূর—
কিছুতেই ছুঁতে দাওনা কিছুতেই ছুঁতে দাওনা কিছুতেই আজ—
পায়ে খুব ব্যথা হত, মনে পড়ে, বাঁ চোখে গড়িয়ে পড়ত জল
কিছুতেই ঘুম হতো না অন্ধকার গড়িয়ে গড়িয়ে হতো ভোর
তোমার ভয়ের রাত তোমার সে নিশিজাগরণ সব আজ
মর্মের গভীরে গিয়ে বলে ঃ চল; কেঁপে ওঠে সমস্ত পাতাল।

শ্মশান কলস ভেঙে না তাকিয়ে ফেরা কি অশেষ?
এখনো পৌঁছোনো কেন গেল না তাহলে, ছোলাডাঙা?
ক্রমশ আমার পথ বেড়ে চলে ঃ কোথাও গ্রামের চিহ্ন নেই।
কোথায় সে খড়ো চাল তকতকে উঠোন তুলসীতলা
সেই ঠাণ্ডা হিম দীঘি বৃষ্টিময় চৈতালির বন
গভীর রাতের নদী অশ্বত্থের ডালপালা স্নেহের মতন?
আমার অশেষ পথ? ক্ষিধে তার মেটে না কখনো!

বালিতে ঢেকেছে সব শাদা ধুলো ঢেকেছে সে সব
ঝিনুকের মতো টুকরো পড়ে আছে, পায়ে পথে বাজে,
তোমার আঁচল ভরে, নিচু স্বর ঢেউয়ে ভেসে যায়
কতো দূর এসে গেছি তাকিয়ে দেখেছো, রেবা, তুমি
এইসব টুকরোগুলি স্নেহকলরবে কেন তোমাকে কাঁদায়!

বালি থেকে জেগে ওঠে চিতাভস্ম থেকে জেগে ওঠে
আহত কামনাগুলি কথা বলে তোমাকে নির্ভয়ে

আমি দেখি নদী কতো স্মৃতি আজো রেখেছে দু'তীরে
দেখি আমনের ক্ষেতে পাপস্পর্শ অভিশাপ ভয়
আমাদের যেতে হবে অন্ধকারে উত্তাল সময়।

আমরা কি কোনোদিন এরকম ছুঁয়েছি নদীকে
স্রোতের ভিতরে এত ক্ষুরধার পাথর দেখিনি
পাথরে পাথরে এত আগুনের অভিমান কথা
আমরা এভাবে এসে বসেছি কি শিমুলের চঞ্চল ছায়াতে!
আজ আর সময় কই, ইক্ষুবন, বৃষ্টিধারা কই
মেঘের অন্তর পথে অন্ধকারে চলে গেল দিন।

এরকম দিনে কাকে বলা যেত? তবু ছিল এরকম দিন
দিনের রাতের সেই সজলতা অন্ধকরপুট বৃষ্টিধারা
একলা ভালবাসা হাওয়া এলোমেলো হাহাকার হাওয়া
গাছের পাতার থেকে ঝ'রে পড়া বনময় বিন্দু বিন্দু জল
এরকম দিনে কারে বলা যেত? তবু ছিল এরকম দিন।

রূপসী ছিলনা, তার করুণ দুঃখিত ভীরু মুখ
ভালবেসেছিলে, ফেলে চ'লে গিয়েছিলে ঢের দূর
আজ তাকে খুঁজে ফেরা বড় বেশি বেদনার, জানি
মৃতের শরীরে হাড়ে করোটি কঙ্কালে প্রেতায়িত
সে আজ ঃ তবুও কেন দাঁড়ালে সজল মাথা নিচু
কেন যে মৃত্যুর কাছে এ জীবন ফিরে আসে কেন
পাথরের অভিমান ফেটে যায় সহস্রধারায়!

যে যায় সে কষ্ট পায়, যে থাকে সে কষ্টেরও অধিক
বেদনায় ভেঙে পড়ে, শূন্যতা আছড়ায় তটভূমি
সফেন সজল কান্না নিংড়ে নেয় দীর্ণ হাহাকার
তখনো আনন্দধারা বহে যায় তোমার ভুবনে!
আমি যে আনন্দ দুঃখ কিছুই চিনি না ভালো ক'রে
এ সবের পারে যেতে পারা যায়? কখনো কি যাবো!

কেন এত কষ্ট হয়, অবুঝ অশ্রুর অভিমান,
কেন আছড়ে পড়ো, আমি খুবই যে দুর্বল অসহায়
ভীষণ ভীতু ও পলকা, পার হবো দুঃখী মেঠো পথ
টাল সামলে, পার হবো, অশ্রু, তুমি ঝরো না ঝরো না ....

ছিল না কিছুই তার বেদনার অন্ধকার ছাড়া
দেখেনি সুখের মুখ পিছুটানও ছিল না কোথাও
ভালবাসাহীন শুধু ক্ষয়ে যাওয়া শুধু বেড়ে ওঠা
শুধু অভিমানহীন অশ্রুহীন স্থবির বেদনা
পাথরের মতো শক্তি সহিষ্ণুতা অন্ধকরপুটে
আর তার তলে তলে ক্ষীণ স্রোত স্নেহকলরব
মায়াময় অন্ধকার ঃ আর তার কিছুই ছিল না?
তাহলে কী ক'রে এত কোমল শিকড়গুলি ভিতরে নেমেছে!

রেবা, মনে আছে সেই অন্ধকার অর্জুনের বুকে
ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকিরা? অন্ধকারে ধূসর শেয়াল?
বুনো ঝোপ লতাগুল্ম থেকে উঠে আসা গন্ধ আর
তোমার ভয়ের গল্প তোমার ব্যথার গল্প তোমার কান্নার!
ফেরা কি কোথাও যায় চ'লে এলে, তবু ওঠো দেখি
যদি সেই দিনগুলি যদি সেই রাতগুলি কোনো
নীল বাষ্প গহ্বরের তলে চাপা পড়ে আছে তুমি যাবে ব'লে
নীল বাষ্প গহ্বরের তলে চাপা পড়ে আছে আমি যাব ব'লে।

কেন যে এমন ভার চেপে আসে কিছুই বুঝিনা
ধুলো বালি সরে যায় বৃষ্টির প্রচ্ছদে জেগে ওঠে
শিশু কন্যা বুকে চেপে আমাদের চলে আসা দিন
অবুঝ অশান্ত কান্না বুকে চেপে আমাদের ভেসে যাওয়া রাত
আমাদের লোনা ক্ষয় অনুভূতিহীন ক্ষতি টান
তোমার সুন্দর হাতে ঝ'রে যাওয়া ঝ'রে যাওয়া ঝ'রে ...

একলা, সম্পূর্ণ একলা কৈশোর, চারদিকে ধূধূ মাঠ
চারদিকে নিস্তৃণ নিঃস্ব প্রান্তরের আদিগন্ত ঢাল
তাল খেজুরের টুকরো নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকা এখানে সেখানে
রক্তক্ষত খোয়াইয়ের খালে জমে থাকা অন্ধকার
একলা, সম্পূর্ণ একলা কৈশোর, প্রতীক্ষাঘন দিন
দিনের রাতের স্তব্ধ দমবন্ধ অস্থির বিস্তার ...
এসব জানো না তুমি, রেবা। জানো? বলিনি তো আজো!

চলো যাই গিয়ে বসি গন্ধেশ্বরী নদীটির তীরে
এখনো চঞ্চল ছায়া শিমুলের লুটিয়ে রয়েছে ওইখানে

এখনো রোদ্দুর দেখ গ'লে যাচ্ছে বিকেলের স্তনে
আশ্লেষের নিবিড়তা ছড়ানো চারদিকে ঘাসে ঘাসে
কবরী বন্ধন থেকে খ'সে পড়ে আছে চাঁপা জুঁই
চলো, রেবা, বসি গিয়ে ওইখানে তুমি আমি আরো একবার।

একদিন অবকাশ সমস্ত তিমিরপুঞ্জ হতে
ছড়াবে প্রেমের আলো ঘাস ও আকাশে দুটি হাতে
একদিন আমাদের অনুক্ত সংলাপগুলি মুঠো মুঠো ভ'রে
নিবিড় আশ্লেষে দেখো ছেয়ে দেবে সমস্ত হৃদয়
একদিন ওই নদী তার যতো লুপ্ত স্রোত ব্যথা
উজানের পথে পথে গান গাইবে আমাদের প্রেমের কান্নার ....

দেখ সখি, সেই নাম লেখা আছে নদীর বালুতে
দেখ দেখ, আজও নাম ধরে আছে ক্ষীণ স্রোত তার
শিমুলের ছায়া কাঁপছে শ্যামাঘাসে নবাঙ্কুর বনে
দেখ ঝুঁকে নিচু হয়ে মাটিতে তাকিয়ে আছে এখনো পাহাড়
এখনো তোমার নাম লেখা আছে ভাষাহীন অক্ষরবিহীন
আমার পিপাসা নিয়ে আমার আনন্দ-ভস্ম নিয়ে।

আমার আকুল তৃষ্ণা আকণ্ঠ পিপাসা উঠে আসে
বালির চিতার এই নদী থেকে ভূমি গর্ভ থেকে
উঠে আসে বেদনার নীল নাম সজল বাতাস
দেখ, রেবা, আমাদের ঘিরে ধরছে প্রেমের কান্নার
অনির্বচনীয় সুর আনন্দ-প্রান্তরে আর আনন্দ-নদীতে
আমার জীবন ধন্য জন্ম ধন্য তুমি হাত ধরেছ আমার।

সামনে পাহাড় নীচে শাদা নদী পিছনে জঙ্গল
কখন মেঘের পুঞ্জ ঢেকে দেয় চরাচর জ্যোৎস্না নিভে আসে
আমার আনন্দ শ্লোক আমার দুঃখের শ্লোক তুমি
তুমি জ্বলে ওঠো বুকে প্রেমের শিখায়, বলো কথা
ভাষাহীন, মনে পড়ে, বেজে ওঠো রক্তের নূপুরে
আরক্তিম অলৌকিক আলোতে আকাশ গলে যায়।

সব থাকে, ধরা থাকে, কিছুই ঝরে না কোনোদিন।
তাই তুমি সে কিশোরী তাই আমি তেমনি কিশোর
তেমনি মেঘের পুঞ্জে জ্বলে উঠে বিদ্যুতের শিখা

আশ্লেষ জড়ানো মায়া মাটিতে আকাশে পৃথিবীতে
পিপাসার প্রান্তরের থরো থরো বেদনার বীণা
সব থাকে, দুটি হাতে, সখি, দেখো, কিছুই ঝরে না।

ছিলো না কোথাও দীপ্ত মণিদীপ কুঙ্কুমচূর্ণও সেই রাতে
আশ্লেষ জড়ানো জ্যোৎস্না চুরি ক'রে ঝুঁকে পড়েছিল
কাজেই তা নেভানোর বৃথা চেষ্টা করোনি তো সখি,
আমার উচ্ছ্বাস নিয়ে ব্যাকুল বিহ্বল হাওয়া এসে
হাত রেখেছিল বলে তাও তুমি দাওনি সরিয়ে
সেই দৃশ্য দেখেছিল দেবতারা আকাশের সাতজন ঋষি।

দেখ সখি, গন্ধেশ্বরী কেমন বিরহশীর্ণা ম্লান
বিস্রস্ত কুন্তল, নেই ভ্রূবিলাস, রক্তঅলক্তক চিহ্নহীন
চেয়ে আছে শূন্যে স্থির অশ্রুহীন তাপিত নিঃশ্বাস
দেখ নীল নখপংক্তি গূঢ়ক ও বিন্দুমালা তার
শাদা স্তনে বাহুমূলে, অন্ধকার চূর্ণ কেশভার
কতোদিন শুয়ে আছে একা একা তপস্যার মতো।

শিমুলের ছায়াময় বসনের লঘুভারও আজ
লাগেনা লাগেনা ভালো তাই দেখ উন্মোচিত বুক
সরিয়ে নিয়েছে মেঘলা শ্যামাঘাস তটনিতম্বের
স্খলিত বিচূর্ণ চাঁপা বেতফুল কবরী কুসুম
স্মরগরলের জল প্রতি অঙ্গ করেছে বিবশ
দেখ সখি, এই নদী অবিকল তোমারই মতন।

দেখ রেবা, শরতের জ্যোৎস্না কতো আকুল আবেগে
ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে যেন তার অঙ্গরাগ ধুয়ে
বেতসের বনে যাবে, বনে কেন? সেখানে কি তার
বেদনার ভার কেউ তুলে নেবে দুটি হাতে তীব্র পিপাসার?

চুম্বনের ছলে দাঁতে পংক্তিমালা রচনা করেছে
এরকম রক্তক্ষত, দেখ সখি, নদীর অধরে
রক্তিম পাথরগুলি শাদা শরীরের মধ্যে দেখ
যেন নখবিন্দুমালা, দেখ দেখ শ্রান্ত শ্রমজল ...

বিম্বাধরা গন্ধেশ্বরী স্খলমান অংশুক বসন

দেখ রেবা, জলে তার ভাসিয়ে দিয়েছে এই রাতে
চন্দ্রমণিদাম থেকে নিভিয়ে দিয়েছে আলোটুকু
লজ্জায় বিমূঢ় তবু পান করছে রক্তিম মদিরা

ওখানে যেয়োনা সখি, বিধুববনিতা নদী আজ
মিলিত হয়েছে কোনো দেবতাতে, দেখ দেখ তাই
কবরীবন্ধন খসা চাঁপা আর ছিন্ন পুষ্পহার
জলে ভেসে ভেসে আসছে আমাদের দিকে

বৃথাই প্রান্তরে কাল সারা রাত জ্যোৎস্না গড়িয়েছে
আকাশ নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়ে নিচু হয়েছে মাটিতে
ঝরেছে শিশির সিক্ত শোণিতার্দ্র ফুলগুলি, সখি,
বিরহ তাপিত শুধু একজন জেগে জেগে দেখেছে এসব।

যদি কেউ পিপাসায় পাগল দেখেও তুমি তাকে
না দাও পানীয়, সখি, এই নিষ্ঠুরতা তো বুঝি না
যদি কেউ প্রার্থনায় নতজানু দেখেও দু'চোখে
না দাও প্রেমের স্পর্শ ঃ সে খেলা দুর্বোধ্য লাগে বড়।

তুমি কি ব্যথিত সখি, আজ আর কিছু নেই বলে?
চারপাশে শোণিতার্দ্র স্মৃতিগুলি তাকিয়ে রয়েছে
আনন্দের দিনগুলি দেখ আজো কেমন ছড়ানো
পায়ে পথে বাজে দেখ আমাদের অলৌকিক প্রেম।

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলো, দেখ ওরা উন্মুখ রয়েছে
বাবলা বন কাঁটাপাতা মজা দীঘি অশ্বত্থের তলা
মাটির উঠোন দাওয়া খড়ো চাল প্রায় অন্ধকার সেই কোঠা
সবাই গহ্বর থেকে উঠে আসছে নীল বাষ্প হয়ে চারিদিকে।

কী ছিলো গ্রামের দীঘি জলে আর অশ্বত্থের জলে
ডুমুর পাতায় কাঠবেড়ালির চোখে আর ঘুঘুর দুপুরে?
মাটির দাওয়ায় শুয়ে সারাদিন মাটির কোঠায় শুয়ে সারাদিন
আমাকে বিহ্বল ক'রে ছড়িয়েছে দুর্জ্ঞেয় দুরন্ত ভালবাসা

এখনো স্বপ্নের মধ্যে ভয়ে কেঁপে ওঠো মাঝে মাঝে
এখনো স্বপ্নের মধ্যে মাঝে মাঝে কথা বলো তুমি
এখনো হাততালি দিয়ে পাখিটিকে তাড়াও খুশিতে

যদিও গাছপালা পাখি নদী নেই এখানে এখন

কোথায় সে টকো কুল? পেড়ে দেবো আঁচলে তোমার।
কোথায় অতল দীঘি ডুব সাঁতরে গিয়ে উঠব তোমার নিকটে?
সেই বৃদ্ধ কুরচি গাছ নেই আজ ফুল কুড়োবার শিউলিতলা
কাগজ কুচির মতো স্মৃতিগুলি আমাদের চোখের আকাশে।

বালক ফিরেছে ঘরে হেঁটে হেঁটে বহুদিন পরে
ছোলাডাঙা গন্ধেশ্বরী আঁকাবাঁকা আলপথ বন,
তাকে ডেকে নাও বৃদ্ধ পিতামহ অশ্বত্থ, এখন।
বালক ফিরেছে ঘরে একথা রটিয়ে দাও হাওয়া।

এই যে উন্মাদ হয়ে রাত্রিকে দু'হাতে ফালাফালা
করেছি সেকথা ভেবে আনন্দে কেঁপেই যাছে ভোর
প্রতিটি রোমকূপে কূপে সুখের অবশনীল জ্বালা
আকাশের মতো শান্ত সুদূরতা মুখে তাই ওর

উন্মাদ রাত্রির স্মৃতি সারাক্ষণ কোষে কোষে আনন্দবিষের
শোণিতার্দ্র স্রোতে ভাসে ভেসে যায় বন্ধুর শরীর
আমাদের চতুর্দিকে পদ্মগোখরা ও তার শিসের
রোমাঞ্চ ঃ আনন্দে অন্ধ সুখের অবশনীলে দুজনে বধির।

আমার বন্ধুর বেশে এসে এসে এই যে দু'হাতে
ভ'রে দাও সারা দেহ সারা রাত সারা মন সেকি
এখনো লেখেনি কেউ পুঁথিপত্রে ভাগবতে গীতাতে
সুখের সুন্দর সন্ধ্যা রাত্রি ভোর বন্ধুময় দেখি
আর তাতে তুমি এসে হাত ধরো অবশ ঈশ্বর।

সমস্ত পুঁথির পাতা উড়ে যায় জ্যোৎস্নায় আকাশে
সমস্ত রাত্রির সূক্ত পুড়ে যায় বালির শয্যায়
আমি আর রেবা দেখি শরীরের ভিতরে বাহিরে
আমাদের অন্তহীন সত্তার সর্বস্বগ্রাসী আলো।

রেবা ও আমি কি তবে ভুল পথে এসেছি এখানে?
কোথায় সঠিক পথ? কে সে পথে গিয়েছে, কোথায়?
আমরা আনন্দ নদী ধ'রে ধ'রে এই স্বর্গে এসে দাঁড়িয়েছি

এখানে আনন্দমাটি আনন্দ আকাশ জল আনন্দ পানীয় ...

রেবা, তুমি আর আমাকে কবিতা লেখার জন্যে কাতর করোনা
তুমিই কবিতা তুমি গায়ত্রী রাত্রির সূক্ত সকল জগৎসু
আমাদের এই প্রেম এবার সমস্ত কবি লিখুক না সখি।

শরীর কি বেশিদিন সইতে পারে? কতদিন পারে?
এবার ছাড়িয়ে এস। তুমি কতোদিন সইবে মন?
আমি বড় ক্লান্ত আজ, ঘুম পাচ্ছে, গন্ধেশ্বরী নদী
আর ফিরে যেতে ইচ্ছে নেই আহা তীক্ষ্ণ শ্যামাঘাস।

এই ঘুম স্বপ্নে ছিল। নদী, তুমি বুক থেকে তুলে
দোলালে আমার সামনে, চিত্রবৎ স্থির হল বেলা।
আমাকে ফেরার জন্যে তীরে এসে কেউ পৌঁছালো না
অবশ লোভের ছায়া মেলে ডাকছে আহা শাদা বালির বিছানা।

এ সবই মৃত্যুর কথা। কেন এত মৃত্যু মনে পড়ে?
জন্মের পাথরগুলি আমি তো এসেছি ফেলে কেলাতিতে কবে
জন্মের পাথরগুলি বুক থেকে তুলে তুলে তুলে
কবে তো গড়েছি মূর্তি বাদলদার। বাদলদারই কি?

সুখের ঢেউয়ের ফেনা মুখে চোখে ভ'রে দেয় আজ
বিরতি বিহীন আসে উল্লাসে ভাসিয়ে নিতে চায়
আমি তো পা তুলে আছি তবু কেউ টেনেছে পেছনে
কোমল শিকড়গুলি কামনার গভীরে প্রোথিত।

যখন সময় ছিল তখন আসোনি কেন? আজ
আমি কিছু লিখব না। আমি আজ ঘুমোব এবার
এই নদী শ্রুশ্রূষায় অশ্রুময়ী। দেখ
আমার শরীর নিতে পেতে রেখে গেছে সে বিছানা।

এই যে তোমাকে নিয়ে এইখানে পড়ে আছি একা
এই যে শরীর ছুঁয়ে দুঃখ আর সুখের পাতারা
ঝ'রে পড়ছে চারপাশে খেলা করছে আনন্দের আলো
কেউ কি জেনেছে আজো এর মানে? আকাশ শুধালো!

দু'হাতে দিয়েছো সব যা দিয়েছো, আনন্দ বেদনা।

এত বেশি সইতে পারি? যদি ক্লান্ত অবসন্ন লাগে
আমার কি দোষ বলো? দেখ দেখ অনন্ত গোধূলি!
আমার বালকবেলা ছুঁয়েও দেখেনি স্রোতস্বিনী!

বন্ধুকে সমস্ত কিছু দিতে পারি। দিয়েছি। দেখেছে দেবতারা।
আকাশ ও আগুন তার সাক্ষী আছে। সবাই গিয়েছে। রাতে একা।
গাছের পাতার শব্দে মাটির পাতার শব্দে বেজে উঠি শুধু।
আমার সর্বস্ব নিয়ে চলে গেছে। আনন্দে নিজের সঙ্গে একা।

এই তৃষ্ণা বুক হতে গলা হতে মাথার জঙ্গলে
উঠে যায় ফুটে যায় লাল নীল হলুদ বিষের ফুলে ফলে
পৃথিবীর পাপবোধ অপরাধবোধ আর বিশ্বাসপ্রবণ সন্ন্যাসীরা
আমার জঙ্গলে দেখে আনন্দ আসনে দক্ষ ঈশ্বরের মুগ্ধ রতিক্রীড়া।

যতদূর চোখ যায় কুয়াশায় ঘুমায় নদীর কিনারায়
সমূহ সজল স্নেহ শ্যামাঘাস শিমুলের সারি
আর সেই অলৌকিক মায়ারাতে তোমাদের আর্দ্রতায় আমি
দেখেছি ভিজেছে সত্তা দুটি চোখ গীতগোবিন্দের রক্তপাতা।

আমি খুব কাছেই ছিলাম। তবু অন্ধ। মশারির পর্দার ভিতরে
তিনি আর তুমি। বাইরে আমি অন্ধ। বসন্ত বাতাস।
কিছুই দেখিনি। সব দেখেছেন আমাকে আড়াল করে দেবতারা। তুমি
কেবল করুণা ক'রে দু'একটি সজল শব্দ ছুঁড়ে দিয়েছিলে।

বন্ধুকে ডেকেছি ব'লে ক্রুদ্ধ হলে; কিন্তু ভোরবেলা
তাহলে তোমার মুখে অমন আনন্দ-আলো ছড়ালো যে, সখি!
সারাদিন গান গাইলে বাজিয়ে শোনালে! দেখ দেখ,
আমিও গুনগুন ক'রে ঝাঁটিপাহাড়ীতে যাচ্ছি বাসের হ্যাণ্ডেলে।

আমি তো তাকিয়ে দেখি দূর থেকে দরজার আড়াল থেকে একা।
কেন তবে রাজি হওনা কেন কষ্ট কেন এই অনীহা তোমার?
তোমার সুখের জন্যে তোমার সুখের জন্য তোমার সুখের জন্য আমি
এ আনন্দ যজ্ঞ নিজে রচনা করেছি ঢের কষ্ট ক'রে বহুদিন ধ'রে।

এ আনন্দ-যজ্ঞ আমি বহু যত্নে রচনা করেছি
আমি এর পুরোহিত আমি এর ঋত্বিক সমিধ
জ্বলে উঠতে চাই এই সত্তায় সর্বস্বগ্রাসী ক্ষুধা

তুমি অগ্নি তুমি স্বাহা তুমি মন্ত্র ছন্দ মায়াবীজ
আমাকে উদ্ধার করো দেখতে দাও শুধু দেখতে দাও ....

তোমার শরীর থেকে এই যে আনন্দ-রস ধারা
গড়িয়ে গড়িয়ে এসে আমাকে ভাসায় আমি সুখে
আনন্দভেলায় চাপি আনন্দ-আগুনে পুড়ে যাই
এর কোনো তৃপ্তি নেই তপ্ত ইক্ষু চর্বণের তৃষ্ণা কাঁপে শুধু।

এ অগ্নি আমার সত্তা-সমিধের, দহন করে না
এ অগ্নি তোমার প্রেম-অরুণির, দহন করে না
এ যজ্ঞ পোড়ায় সব সংস্কার পরিশুদ্ধ করে
অনন্তে ছড়াই সুখে সহস্রধারায় তুমি আমি ....

তুমি কি ব্যথিত, সখি? আমি ঠিক বুঝতে পারি না।
এত কষ্ট আয়োজন তোমাকে আনন্দ দেব বলে।
তোমার আনন্দনীল তরল প্রবাহে স্নান ক'রে
আমি প্রেমে পরিশুদ্ধ হই, আলোকিত হই।

সময়ের হাত থেকে কী ক'রে বাঁচাবো এই দেহ
এই ত্বক রোমরাজি স্তন জঙঘা উরু জানু সব
কী করে দু'হাতে আগলে এই মায়া-মোহিনী শরীর
লুকোবো তোমার, সখি, দেখ বেলা হয়েছে অনেক।

তার কোনো মায়া নেই তার কোনো মোহ নেই ব'লে
তোমার উরুতে স্তনে হাত রাখে খেলা করে চুলে
মায়াবী দস্যুর মতো বুকে চেপে সব শুষে নেয়
দু'গাছি রূপোলি চুল হেসে হেসে মুখে এসে পড়ে।

সময় যে এত দ্রুত খেয়ে নেবে আনন্দ আমার
সময় যে এত দ্রুত খেয়ে দেবে আনন্দ তোমার
আমরা জানিনি তাই ঢের অপচয় হয়ে গেছে
এখনো যেটুকু আছে এসো, সখি, পান করি ব'সে।

বন্ধু কি আমারো বেশি জানে? ঢের বেশি?
তাই তার হাতে বাজো অমন সুন্দর সাবলীল!
আমিই প্রতিভা, কাঁপি, কাঁপতে থাকি, ছড়াই গড়াই
তুমি তো সে কথা জানো সে শুধু বাজায়।